পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি

মুফ্‌তী সুলতান মাহমুদ

পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি

মুফ্‌তী সুলতান মাহমুদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ তাজ্বিদ শিক্ষা

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক মহা নেয়ামত। ইহা সকলের জন্য শিক্ষা করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব বাণীই হল এই কুরআন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ও বিশাল ভাণ্ডার জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ বছর ৯ মাস ২২ দিনে মক্কা ও মদীনাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ইহা অবতীর্ণ হয়।

আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এই কুরআন তিলাওয়াত কিছুটা কঠিন হলেও সঠিক ও শুদ্ধ করে তিলাওয়াতের জন্য রয়েছে নিয়মাবলী। ইহার ভুল তিলাওয়াত অপরাধ ও পাপের কাজ। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "এমন অনেক তিলাওয়াতকারী আছে যে কুরআন তিলাওয়াত করে আর কুরআন তার উপর লানত করে।" (আল-হাদীস)

মহানবী (সা) অন্যত্র বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে আল্লাহ্ তাকে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী দান করেন।" (আল-হাদীস) হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, "কুরআন তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার মাথায় কিয়ামতের দিন নূরের টুপি পরিয়ে দিবেন।"

কুরআন শরীফ ভুল পড়লে অর্থের পরিবর্তন হয়, এমনকি নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। সঠিকভাবে শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার কিতাবপত্র। এক্ষেত্রে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এ গবেষণামূলক পুস্তকটি দ্বারা পবিত্র কুরআন শিক্ষার জন্য যদি কেহ উপকৃত হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক হবে। ইতিপূর্বে আমার যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে সে শ্রম আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সার্থক হয়েছে।

এ বইটি সকল মহলের জন্য তথা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা যারা কিছু পড়তে জানে, তাদের সকলের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে দ্রুত শিক্ষার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। ছোট বাচ্চাদের শিক্ষক বই-এর নির্দেশিকা অনুসারে পড়াবে আর শিক্ষিতরা নিজেরা নির্দেশিকা দেখে দেখে পড়বে। বইটির সবকের অংশগুলো বুঝে বুঝে পড়লে দ্রুত ফায়দা পাওয়া যাবে। অনেক জায়গা সহজবোধ্য করার জন্য চিত্র দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমি 'সুলতানিয়া' পদ্ধতিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌখিকভাবে কুরআন শিক্ষা দিতাম। অনেকের অনুরোধে, আগ্রহে, উৎসাহে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। তাতে বন্ধুবর আবুল কালাম আজাদ, মেজর (অবঃ) হারুন-অর-রশিদ বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে মাওলানা আবদুল জাব্বার (মহাসচিব, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা

শিক্ষা বোর্ড), ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান (ভিসি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা ইমদাদুল হক (খতিব, জাতীয় ঈদগাহ), ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা মাহবুবুল হক (প্রাক্তন হেড মোহাদ্দেস, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা), ডঃ আবদুর রহমান (বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী), ডাঃ আ ন ম আব্দুল মান্নান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বিশিষ্ট কারী মোঃ ওবায়দুল্লাহ ও কারী মোঃ ইউসুফসহ অন্যান্য সকলের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালককেও ধন্যবাদ জানাই যে তিনি বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

বিশেষ করে আর যার কথা বলা দরকার সে হল আমার প্রিয় স্ত্রী সুলতানা মনিরা মাহমুদ (মুক্তা), যার সহযোগিতা উল্লেখ করার মত। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

গ্রন্থটি প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য এর দ্বারা ঘরে ঘরে আল-কুরআনের আলো জ্বলে উঠুক এবং কুরআনের খিদমত দ্বারা আমি আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর রেজামন্দি হাসিল করতে পারি এবং দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে নাজাত ও জান্নাত পাই। – আমীন!

মুফ্তী সুলতান মাহমুদ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

হুরূফে হিজা বা হরফ (বর্ণ) পরিচিতি

প্রথম সবক ঃ হুরূফে হিজা

(ক) হুরূফে হিজার পাঠ নির্দেশিকা

১. আরবীতে বর্ণকে হরফ (حَرْفٌ), বর্ণমালাকে হুরূফ (حُرُوْفٌ) বলে। আরবী বর্ণ মোট ২৯টি। এগুলোকে একত্রে হুরূফুল হিজা (حُرُوْفُ الْهِجَاء) বলে। এগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (১) হুরূফে ইল্লাত (عِلَّةٌ) বা স্বরবর্ণ। এগুলো মোট ৩টি ঃ ا - و - ى। (২) হুরূফে সহীহ (حُرُوْفٌ صَحِيْحَةٌ) বা ব্যঞ্জনবর্ণ। এরা মোট ২৬টি। যথা ঃ

ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه ء

২. আরবী হরফগুলো উচ্চারণের সময় টেনে টেনে বা দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করতে হয়। এর মধ্যে যে হরফগুলো লিখতে আরবী তিন বা ততোধিক হরফ লাগে সে হরফটি তিন আলিফ টেনে বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয়। বাকীগুলো এক আলিফ পরিমাণ টেনে বা দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করতে হয়। যেমনঃ জী-ম (ج) লিখতে আরবীতে তিনটি হরফ যথা ঃ جِيْم ব্যবহৃত হয়। এভাবে এই হরফগুলো উচ্চারণের সময় তিন আলিফ পরিমাণ টেনে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ঃ দা-ল (دال) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, আলিফ এবং হাম্‌যা এ দুটি হরফ লিখতে যদিও তিন হরফের বেশি ব্যবহৃত হয় তাহলেও এগুলো পড়ার সময় টানা যাবে না।
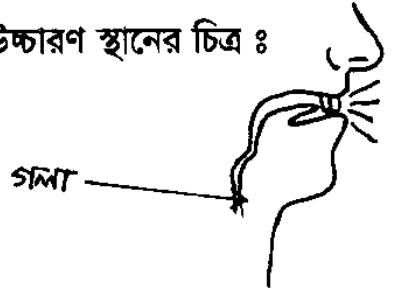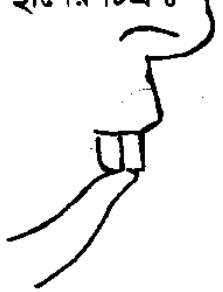
৩. আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণসহ নিম্নে মাখ্‌রাজ ও উচ্চারণ স্থানের চিত্র দেয়া হয়েছে। ওস্তাদ (শিক্ষক) যখন ছাত্রদের পড়াবেন তখন প্রত্যেকটি হরফ-এর উচ্চারণ স্থান বা মাখ্‌রাজ সহকারে পড়াবেন এবং যে কেউ পড়ার সময়ও এগুলো লক্ষ্য রেখে পড়বেন।
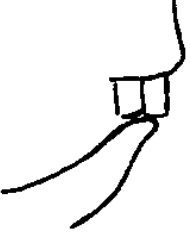
৪. আরবী হরফগুলো বাংলায় লেখার সময় শব্দের মাঝে ড্যাশ (-) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ যে হরফটি এক আলিফ টান হবে তাতে একবার এবং যে হরফটি তিন আলিফ টান হবে তাতে তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে যাতে শুদ্ধ করে পড়তে বা বুঝতে সুবিধা হয়।

(খ) হুরূফে হিজা পাঠ

নিম্নে ছকের মধ্যে হরফ ও উচ্চারণ, মাখরাজ ও চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

ت	ب	ا
হরফের উচ্চারণঃ → তা– হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের দুই দাঁতের ছানায়ে উলিয়ার গোড়ার সাথে লাগিয়ে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	হরফের উচ্চারণঃ → বা– হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ উচ্চারণ করার সময় মিলিত দুই ঠোঁট পৃথক হয়ে যাবে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	হরফের উচ্চারণঃ → আলিফ হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ উচ্চারণের সময় মুখের ও গলার খালি জায়গার বাতাস দু'ঠোঁট দিয়ে বের করে দেয়া। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ গলা
ح	ج	ث
হরফের উচ্চারণঃ → হা– হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ গলার মাঝখানে চিকন অস্বাভাবিক স্বরে উচ্চারিত হবে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	হরফের উচ্চারণঃ → জী---ম হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার মাঝখান এবং সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে গম্ভীর আওয়াজে উচ্চারিত হবে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	হরফের উচ্চারণঃ → ছা- হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের ছানায়ে উলিয়ার আগা একত্রে মিশিয়ে নরম স্বরে উচ্চারিত হবে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

خ

হরফের উচ্চারণঃ → খা–

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ গলার শেষভাগ হতে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

د

হরফের উচ্চারণঃ → দা---ল

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে টেনে আনতে হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ذ

হরফের উচ্চারণঃ → যা---ল

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের ছানায়ে উলাইয়ার আগার সাথে মিশিয়ে নরম স্বরে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ر

হরফের উচ্চারণঃ → রা–

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগার পিঠ ও বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে টেনে আনতে হয়।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ز

হরফের উচ্চারণঃ → যা–

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা এবং সামনের নিচের দুই ছানায়ে ছুফলা দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

س

হরফের উচ্চারণঃ → সী---ন

হরফের উচ্চারণ স্থানঃ জিহ্বার আগা কিনারা ও সামনের নিচের দুই ছানায়ে ছুফলা দাঁতের আগার সাথে মিলিয়ে শিস ধ্বনি সহকারে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ض

হরফের উচ্চারণঃ→দুয়া---দ

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার কিনারা এবং উপরের যে কোন চোয়ালের মাঢ়ি বা দন্ত পাটি এবং আওয়াজ 'দ' ও 'জ' এর মাঝামাঝি হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ص

হরফের উচ্চারণঃ→সয়া---দ

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা এবং সামনের নিচের দুই (ছানায়ে ছুফলা) দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হবে এবং আওয়াজে কিছুটা শিস ধ্বনি হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ش

হরফের উচ্চারণঃ → শী---ন

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার মাঝখান ও বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে স্পষ্ট শিস ধ্বনিসহ উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ع

হরফের উচ্চারণঃ→আ'ই---ন

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ গলার মাঝখানে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ظ

হরফের উচ্চারণঃ → য্ব–

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের দুই দাঁতের (ছানায়ে উলাইয়ার) আগা একত্রে মিশিয়ে নরম স্বরে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ط

হরফের উচ্চারণঃ →ত্ব–

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের বড় দুই ছানায়ে ছুফলা দাঁতের মাঢ়ির সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ق

হরফের উচ্চারণঃ → ক্বা---ফ

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার গোঁড়া ও সে বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে বড় আওয়াজে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ف

হরফের উচ্চারণঃ → ফা-,

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের ক্ব ছানায়ে উলাইয়া আগা ও নিচের ঠোঁটের মাঝখানে মিলে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

غ

হরফের উচ্চারণঃ→গই---ন

হরফের উচ্চারণ স্থানঃ গলার শেষভাগ।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

م

হরফের উচ্চারণ ঃ → মী---ম

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ দুই ঠোঁট একত্রে মিলিয়ে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ل

হরফের উচ্চারণঃ → লা---ম

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার আগা ও সামনে উপরে বড় দুই ছানায়ে উলাইয়ার দাঁতের মাঢ়ির সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হবে।
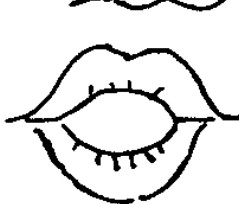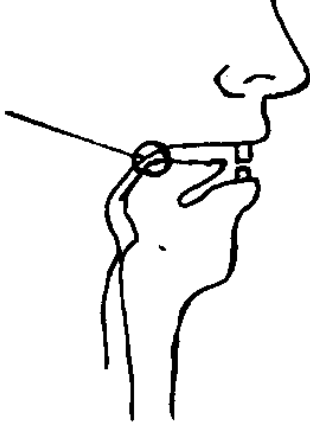
উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ك

হরফের উচ্চারণঃ → কা---ফ

হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার গোড়ার কাছাকাছি একটু উপরে ও সে বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হবে।

উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ

ه হরফের উচ্চারণ ঃ ⟶ হা- হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ গলার প্রথম ভাগ যা বুকের সাথে মিলিত। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	و হরফের উচ্চারণঃ⟶ওয়া---ও হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ দুই ঠোঁট উচ্চারণের সময় গোল হয়ে যাবে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	ن হরফের উচ্চারণঃ ⟶ নূ---ন হরফের উচ্চারণ স্থানঃ জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের মাঢ়ি সংলগ্ন তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হবে। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ
	ي হরফের উচ্চারণঃ ⟶ ইয়া- হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ জিহ্বার মাঝখান ও সে বরাবর উপরের তালু। উচ্চারণ স্থানের চিত্র ঃ	ء হরফের উচ্চারণঃ⟶ হামঝাহ্ হরফের উচ্চারণ স্থান ঃ গলার প্রথম ভাগ বা হা-এর স্থানে। উচ্চারণ স্থানের চিত্রঃ

দ্বিতীয় সবক ঃ নুক্‌তা

(ক) নুক্‌তার আলোচনা ঃ

১. (.) বিন্দুকে আরবীতে নুক্‌তা বলে। ২৯টি হরফের মধ্যে ১৪টিতে নুক্‌তা নেই। সেগুলো হলোঃ

ا - ح - د - ر - س - ص - ط - ع - ك - ل - م - و - ه - ء

১৫টিতে নুক্‌তা আছে। এই ১৫টি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

(১) এক নুক্‌তাযুক্ত ১০টি হরফ। যথা ঃ ب - ج - خ - ذ - ز - ض - ظ - غ - ف - ن

(২) দুই নুক্‌তাযুক্ত তিনটি হরফ। যথা ঃ ت - ق - ي

(৩) তিন নুক্‌তাযুক্ত দুইটি হরফ। যথাঃ ث - ش

উল্লেখ্য যে, নুক্‌তাগুলো কোনটি হরফের উপরে ও কোনটি হরফের নিচে বসে।

এক নুক্‌তাগুলো হলো ঃ ৮টি-তে হরফের উপরে বসে। যথাঃ خ - ذ - ز - ض - ظ - غ - ف - ن

২টি-তে হরফের নিচে বসে। যথা ঃ ب - ج

দুই নুক্‌তাগুলো হলো ঃ ২টি-তে হরফের উপরে বসে। যথা ঃ ت - ق

১টি-তে হরফের নিচে বসে। যথাঃ ي

তিন নুক্‌তাগুলো হলো ঃ ২টি-তে হরফের উপরে বসে। যথা ঃ ث - ش

২. আরবী হরফগুলো নুক্‌তাসহকারে পড়াতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আলিফ (ا) থেকে ইয়া (ى) পর্যন্ত পড়ানোর পর পুনরায় প্রথম থেকে এভাবে পড়াতে হবে যে, আলিফ (ا) খালি, বা (ب)-এর নিচে এক নুক্‌তা, তা (ت)-এর উপর দুই নুক্‌তা, ছা (ث)-এর উপর তিন নুক্‌তা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, আরবী হুরূফে হিজা লেখার জন্য ১৬ প্রকারের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো হলো ঃ ا - ب - ح - د - ر - س - ص - ط - ع - ف - ك - م - و - ه - ء - ى। এই সমস্ত চিহ্ন নুক্‌তার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই জন্য নুক্‌তার গুরুত্ব খুব বেশি। এ ছাড়াও হরফগুলো দ্বারা যখন শব্দ গঠন হয় তখন বেশ কিছু হরফ রূপান্তরিত হয় সেখানে নুক্‌তা দ্বারা চিনতে হয়। এই সমস্ত কারণে নুক্‌তাগুলো সুন্দরভাবে পড়াতে হবে।

(খ) নুক্‌তার পাঠ ঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুর দিয়ে এভাবে পড়াবে। যেমন ঃ

আলিফ (ا) খালি, বা-(ب)-এর নিচে এক নুক্‌তা, তা- (ت)-এর উপর দুই নুক্‌তা, ছা- (ث)-এর উপর তিন নুক্‌তা। জী---ম (ج)-এর নিচে এক নুক্‌তা, হা- (ح) খালি, খা- (خ)-এর উপর এক নুক্‌তা। দা---ল (د) খালি, যা---ল (ذ)-এর উপর এক নুক্‌তা, রা-(ر) খালি, ঝা-(ز)-এর উপর এক নুক্‌তা। সী---ন (س) খালি, শী---ন (ش)-এর উপর তিন নুক্‌তা। সয়া---দ (ص) খালি, যয়া---দ (ض)-এর উপর

এক নুক্‌তা, ত্ব- (ط) খালি, য্ব-(ظ)-এর উপর এক নুক্‌তা। আ'ই---ন (ع) খালি, গাই---ন (غ) -এর উপর এক নুক্‌তা। ফা- (ف)-এর এক নুক্‌তা, ক্বা---- ফ (ق)-এর উপর দুই নুক্‌তা, কা ---ফ (ك) খালি, লা---ম (ل) খালি, মী---ম (م) খালি, নূ---ন (ن)-এর উপর এক নুক্‌তা, ওয়া---ও (و) খালি, হা- (ه) খালি, হামযাহ (ء) খালি, ইয়া- (ي) -এর নিচে দুই নুক্‌তা।

(গ) নুক্‌তার সহিত হরফ পরিচয় ঃ হরফের রূপগুলো বিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত আকারে আছে, নুক্‌তার সহিত পরিচয় কর ঃ

ع	خ	غ	ه	ء	ا
ش	ج	ص	ك	ق	ح
د	ت	ل	ن	ر	ى
ذ	ث	ص	س	ز	ط
	ف	و	م	ب	ظ

ا ب ت ث ج ح
خ ذ ر ز س ش
ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن و ه ء ى

তৃতীয় সবক ঃ হরফের বিক্ষিপ্ত রূপ

পাঠ নির্দেশিকা ঃ

১. এ সবকে হরফের রূপগুলো বিক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো তা সঠিকভাবে চিনতে হবে। তবে লক্ষণীয় বিষয় যে, এখানে তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেগুলো অনুধাবন করে পড়তে হবে। যথা ঃ ১. মাখরাজ বা হরফের উচ্চারণ স্থান, ২. হরফের নুক্‌তা, ৩ মাদ্দ।

২. আরবী হরফগুলো পড়ার সময় মাখ্‌রাজ বা উচ্চারণ সহকারে পড়তে হয়। এইজন্য আরবী ২৯টি হরফের জন্য ১৬টি মাখ্‌রাজ (কোন স্থান হইতে একটি হরফ, কোন স্থান হইতে দু'টি হরফ, কোন স্থান হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়) এবং গুন্নার জন্য একটি মাখরাজ অর্থাৎ মোট ১৭টি মাখরাজ রয়েছে। মাখরাজ হলো গলার প্রথম থেকে শুরু করে মুখ গহ্বর, ঠোঁট, নাক, দাঁত ও জিহ্বার এবং গলার বিভিন্ন অংশ যেখান থেকে আরবী হরফগুলো উচ্চারিত হয়।

৩. যদিও হরফগুলো বিক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে তথাপি ১ম থেকে ১৬তম মাখ্‌রাজ পর্যন্ত সবকের ছকের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো দেখে দেখে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে। যথাঃ (১) মুখের খালি স্থান থেকে ৩টি মদের হরফ ا و ى। (২) গলার প্রথম ভাগ থেকে ২টি হরফ ء ه। (৩) গলার মাঝখান থেকে ২টি হরফ ع ح। (৪) গলার শেষভাগ থেকে ২টি হরফ غ خ। (৫) জিহ্বার গোড়া এবং সে বরাবর উপরের তালু থেকে ১টি হরফ ق। (৬) জিহ্বার গোড়ার নিকটে একটু উপরে এবং সে বরাবর উপরে তালু থেকে ১টি হরফ ك। (৭) জিহ্বার মাঝখান এবং সে বরাবর উপরের তালু থেকে ৩টি হরফ ج ش ى। (৮) জিহ্বার যে কোন পার্শ্বের কিনারা এবং যে কোন পার্শ্বের উপরের চোয়ালের দন্তপাটি কিংবা মাড়ি থেকে ১টি হরফ ض (৯) জিহ্বার আগার উপরের পিঠ এবং সে বরাবর উপরের তালু থেকে ১টি হরফ ر। (১০) জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের মাড়ি সংলগ্ন তালু থেকে ১টি হরফ ن। (১১) জিহ্বার আগা, পিঠ ও সামনের উপরের দাঁতের মাড়িতে ১টি হরফ ل। (১২) জিহ্বার আগা ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের গোড়া থেকে ৩টি হরফ ت د ط। (১৩) জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের আগা থেকে ৩টি হরফ ظ ذ ث। (১৪) জিহ্বার আগা এবং সামনের নিচের বড় দুই দাঁতের আগা থেকে ৩টি হরফ ز س ص (১৫) সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের আগা ও নিচের ঠোঁটের মাঝখানে ف। (১৬) দুই ঠোঁট থেকে ৩টি হরফ (উপরের ঠোঁট) ب م و (১৭) গুন্না নাকের বাঁশি থেকে

ক. হরফের বিক্ষিপ্ত রূপ মাখরাজ সহকারে পাঠ ঃ এ সবকে ছাত্র-ছাত্রীদের হরফ ধরা নিবে যে, হরফ চিনতে পারে কি না? এর ১ থেকে ১৬ নং মাখরাজ চিনাবে। আগের সবকে মাদ্দ ও নুক্‌তার সাথে পরিচয় হয়েছে। সেগুলো সহকারে পড়বে ও স্মরণ রাখবে।

৪	৩	২	১
خ - غ	ح - ع	ه - ء	ا و ও ى মদের হলে
৮	৭	৬	৫
ض	ى - ش - ج	ك	ق
১২	১১	১০	৯
ط - د - ت	ل	ن	ر
১৬	১৫	১৪	১৩
و - م - ب	ف	ص - س - ز	ث - ذ - ظ

খ. **সমোচ্চারিত হরফের পাঠ ও পার্থক্য ঃ** এখানে সম উচ্চারিত হরফগুলো একত্রে আনা হলো, এর পার্থক্য বুঝে গুরুত্বের সহিত পড়তে হবে।

পাঠ

ف	ه	ح	ع	ء	ط	ت
ك	ص	س	ث	ز	ظ	ذ

পার্থক্য ঃ তা (ت)-এর উচ্চারণের সময় আওয়াজ বারিক বা পাতলা হবে।

ত্ব (ط)-এর উচ্চারণের সময় আওয়াজ কিছুটা পুর বা মোটা হবে।

হাম্‌যা (ء)-এর উচ্চারণ গলার প্রথমভাগ স্বরাঘাত হবে।

আই---ন (ع)-এর উচ্চারণ গলার মাঝখান থেকে হবে।

হা (ح) (যেটাকে ছোট হা বলা হয়)-এর উচ্চারণ গলার মাঝখান থেকে।

হা (ه)-এর উচ্চারণ গলার প্রথমভাগ থেকে।

যা--- (ذ)-এর উচ্চারণ কিছুটা নরম হবে।

য্ব (ظ)-এর উচ্চারণ পোর হবে।

ঝা (ز)-এর উচ্চারণ আওয়াজ কিছু কঠিন স্বরে।

ছা (ث)-এর উচ্চারণে নরম স্বরে।

সীন--- (س)-এর উচ্চারণে একটু বেশি শিস ধ্বনি হবে।

স্বয়া---দ (ص)-এর উচ্চারণে নরম শিস ধ্বনি হবে এবং গোল হবে।

ক্বা---ফ (ق)-এর উচ্চারণে আওয়াজ পোর হবে।

কা---ফ (ك)-এর উচ্চারণে আওয়াজ স্বাভাবিক বারিক পাতলা হবে।

গ. **চিত্র সহকারে উচ্চারণের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা ঃ** মাখ্‌রাজ বা উচ্চারণ স্থান কি তা আগেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফুসফুস তাড়িত বাতাস বা স্বর গলা, মুখ গহ্বর, জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট ও নাক বিভিন্ন স্থানে স্বর ঘাত হয়ে বর্ণ বা আরবী হরফ উচ্চারিত হয় সেটাই সে বর্ণের মাখ্‌রাজ বা উচ্চারণ স্থান।

এখানে মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থানগুলো চিত্রের মাধ্যমে এবং যে সমস্ত হরফ উচ্চারিত হয় সেগুলো পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেয়া হলো।

মুখের খালি স্থান চিত্র - ১	গলার চিত্র - ২	জিহ্বা চিত্র - ৩	দাঁত ও জিহ্বা চিত্র - ৪	দাঁত ও জিহ্বা চিত্র - ৫	দাঁত ও ঠোঁট চিত্র - ৬

দাঁত উচ্চারণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এখানে নিম্নে ৩২টি দাঁতের নামসহ চিত্র দেওয়া হলো।

বত্রিশটি দাঁতের নাম হলো ঃ মুখের সামনের উপরের বড় দুটি দাঁতের নাম ছানায়ে উলিয়া। তার বরাবর সামনের নিচের দুটি দাঁতের নাম ছানায়ে ছুফলা। এই চারটির চারপার্শ্বের চারটি দাঁতের নাম রুবাইয়া। ইহাকে কর্তন দাঁতও বলে। এর চার পার্শ্বেরচারটি দাঁতের নাম আনইয়াব বাকী ২০টি দাঁতকে অদরাছ বলা হয়। নিম্নে দাঁতের চিত্র দেওয়া হলো ঃ

চতুর্থ সবক ঃ হুরূফে হিজার রূপান্তর

(ক) অরূপান্তরিত হরফের আলোচনা ও পাঠ

আরবী হরফ দ্বারা যখন শব্দ তৈরি করা হয় তখন ২৯টি হরফের মধ্যে ২০টি হরফ ভেঙ্গে যায় বা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ৯টি হরফ, শব্দের মাঝে প্রথমে বা শেষে যেখানেই বসুক এগুলো রূপান্তরিত হবে না। উক্ত ৯টি হরফ হলো ঃ

ء	و	ظ	ط	ز	ر	ذ	د	ا

এর মধ্যে আলিফ (ا) হরফটি শব্দের প্রথমে এবং মাঝে কখনও মিশে আসে না। যদি শব্দের প্রথমে আলিফের মতন চিহ্ন দেখা যায় তাহলেও সেটা লাম (ل) বলতে হবে। যেমন ঃ للّٰہ । শব্দের শেষে আলিফ (ا) মিশে আসবে যেমন ঃ فعلا । শব্দের প্রথমে এবং মাঝে আলিফ বসলে পৃথক পৃথক থাকবে। যেমন ঃ الله, قالوا

দা---ল (د), যা---ল (ذ), রা (ر), (زٙ), ওয়া---ও (و)। এ হরফগুলো শব্দের প্রথমে মিশে আসবে না। যেমন ঃ د দ্বারা শব্দ دلــو , ذ দ্বারা শব্দ ذبی , ر দ্বারা শব্দ رســول , ز দ্বারা শব্দ زید , و দ্বারা শব্দ وللّٰه। এ হরফগুলো শব্দের মাঝে মিশে আসলেও হরফগুলো পরে পৃথক থেকে অন্য হরফ বসবে।

শব্দের শেষে হরফগুলো মিশে আসবে। যেমন ঃ قـولو ـ زيد ـ ويـد ـ بيـر ـ اميـز হাম্‌যা (ء) হরফটি কখনও মিশে আসবে না। কোন একটা চিহ্নের উপর হামযা-কে বসাতে হবে। যেমন ঃ = بأس

(খ) রূপান্তরিত হরফের আলোচনা ও পাঠ

উল্লেখ্য যে, উক্ত ৯টি বাদে বাকী যে ২০টি হরফ রূপান্তরিত হবে তার প্রত্যেকটি যখন শব্দের প্রথমে বসবে তখন হরফটির মূল অংশসহ অর্ধেক বসবে।

হরফটি যখন শব্দের মাঝে বসবে তখন মূল অংশসহ উভয় দিকে বৃদ্ধি পাবে।

হরফটি যখন শব্দের শেষে বসবে তখন তার পূর্ণরূপ বসবে।

নিম্নের ছকের মধ্যে ২০টি হরফের রূপান্তর পাঠ

হরফের শেষ বা পূর্ণ রূপ	হরফের মাঝের রূপ	হরফের প্রথম রূপ	হরফের শেষ বা পূর্ণ রূপ	হরফের মাঝের রূপ	হরফের প্রথম রূপ
ع	ـعـ	عـ	ب	ـبـ	بـ
غ	ـغـ	غـ	ت	ـتـ	تـ
ف	ـفـ	فـ	ث	ـثـ	ثـ
ق	ـقـ	قـ	ج	ـجـ	جـ
ك	ـكـ	كـ	ح	ـحـ	حـ
ل	ـلـ	لـ	خ	ـخـ	خـ
م	ـمـ	م	س	ـسـ	سـ
ن	ـنـ	نـ	ش	ـشـ	شـ
ه ـه	ـهـ	هـ	ص	ـصـ	صـ
ي	ـيـ	يـ	ض	ـضـ	ضـ

(গ) এখানে রূপান্তরিত এবং অরূপান্তরিত হরফগুলো বিক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো। নিজেরা সাজিয়ে মাখরাজ, মাদ্দ, নুক্‌তা ও হরফের অবস্থান অনুযায়ী পড়বে ও লিখবে।

غـ خ	ـعـ حـ	ـهـ ء	ا
ـضـ	ج ـشـ يـ	ـكـ	قـ
ـتـ د ط	لـ	ـنـ	ر
ـفـ	بـ ـمـ و	ز ـسـ صـ	ـثـ ذ ظ

(ঘ) রূপান্তরিত হরফ দ্বারা শব্দ তৈরি

এখানে হরফগুলো দ্বারা শব্দ তৈরী করা হলো। রূপান্তরিত হরফগুলো দ্বারা যখন শব্দ তৈরী করা হয় তখন দুই হরফ দ্বারা শব্দ হলে প্রথম হরফটি প্রথম রূপ ও শেষ হরফটি পূর্ণ রূপ হবে। যেমনঃ بَا تَا ثَا ইত্যাদি

তিন বা ততোধিক হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী হলে প্রথম হরফটির প্রথম রূপ, শেষ হরফটির পূর্ণ রূপ এবং মাঝখানে যতগুলো হরফ হবে তার মাঝের রূপ বসবে যেমন ঃ يسلم - لبغ - صلح ইত্যাদি

রূপান্তরিত হয় না এমন হরফগুলো সব সময় একই রূপ বসবে।

এ সবক পড়ার সময় মাখ্‌রাজ, মাদ্দ, হরফের রূপান্তরগুলো বুঝে পড়বে ও লিখবে।

দুই হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	عص	طر	جد	جح	تب	به
	كب	يس	هى	نو	لم	فك
তিন হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	لمن	منو	قعل	فلك	طصع	بتج
	يشر	سقم	حطض	تجد	لهب	هبض
চার হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	تجسد	قلئنى	طفكص	ضظعد	ثجش	حبز
	ثحشذ	يسلم	نيطق	منهى	ئتجل	لئبج

পাঁচ হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	خصطعف	تهئينه	فلكمن	عتكلم	شظغفه	ختسصط
	شضظغق	غيسطف	عثخشص	ظتجسى	ضبخظر	سجضطع
ছয় হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	عيثصجط	يهنملم	تطدلنر	منهئوى	قكجشبض	عجغنحئهم
সাত, আট, নয় হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	نمهبحثيصع	ضظغققفكلم	سطشضعرا	تحثخيجذ		
দশ, এগার, বার হরফ দ্বারা শব্দ তৈরী	عغققفكلمنهئسى	ثجبتجحشسفطصظو	ظفسخحثبتقه			

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১। হুরূফে হিজা কাকে বলা হয় ? উহা প্রধানত কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ২। আরবী হরফ টেনে পড়ার নিয়ম কি ? কতটি হরফ তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। আর কতটি টেনে পড়তে হয় না আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩। আরবী হরফ মোট কতটি ও কি কি বল ও লিখ।

প্রশ্ন ৪। হরফগুলোর মধ্যে কতটিতে নুক্‌তা আছে ও কতটিতে নুক্‌তা নাই এবং কতটিতে কয় নুক্‌তা আছে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৫। আরবী হরফ লেখার জন্য কতগুলো চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে এবং সেগুলো কি কি লিখ।

প্রশ্ন ৬। মাখ্‌রাজ কাকে বলে ? উহা কতটি এবং কি কি লিখ।

প্রশ্ন ৭। ت ط ص س ا ء ع এ হরফগুলো উচ্চারণের পার্থক্য বল ও লিখ।

প্রশ্ন ৮। মাখ্‌রাজের চিত্রসহকারে এ হরফগুলো লিখ ঃ د ث ع ح ق

প্রশ্ন ৯। জিহ্বা ও ছানায়ে উলাইয়া দাঁতের চিত্রসহ উচ্চারিত হরফের নাম লিখ।

প্রশ্ন ১০। রূপান্তর হয় না কতটি হরফ তা বল এবং লিখ এবং এর মধ্যে চারটি হরফ শব্দের মাঝে ব্যবহার দেখাও।

প্রশ্ন ১১। কতটি হরফ রূপান্তর হয় সেগুলো বল এবং লিখ।

প্রশ্ন ১২। সুন্দরভাবে হাতের লেখার জন্য ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ টি হরফ দ্বারা প্রত্যেকটি তিনটি করে শব্দ তৈরী কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বরচিহ্ন, (হরকত, তানভিন, সাকিন ও তাশদীদ)-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকালে বিভিন্ন প্রকার স্বরচিহ্ন দেখা যায়, যেগুলো পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল না। সহীহ-শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার জন্য উমাইয়া শাসনামলে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ কুরআন তৃতীয়বার সংস্কারকালীন সময় এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন, যাতে দেখা যায় চার প্রকার স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ ১. হরকত, ২. তানভীন, ৩. সাকিন, ৪. তাশদীদ।

এখানে পৃথক পৃথক ভাবে স্বরচিহ্নগুলো দ্বারা হরফ ও শব্দের মাঝে ব্যবহার দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্ত হেযে (বানান) মতর্ন (রিডিং) ভালভাবে লিখে ও পড়ে মশ্‌ক করতে হবে, যাতে যে কেউ দেখা বা বলার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে ও লিখতে পারে।

আরবী হরফ ও তার বাংলা প্রতিবর্ণ

আরবী হরফের প্রতিবর্ণ কোন ভাষাতেই স্পষ্টরূপে হয় না, কেননা আরবী হরফের উচ্চারণের জন্য একটি বিশেষ বিধান রয়েছে, যা অন্য ভাষাতে এর উচ্চারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তথাপি এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবর্ণ ও চিহ্নগুলো দেখানো হলো যেমন ঃ

বাংলা প্রতি-হরফ	আরবী হরফ	বাংলা প্রতি-হরফ	আরবী হরফ
দ্ব	ض	আ-অ	ا
ত্ব	ط	ব	ب
য্ব	ظ	ত	ت
আ’	ع	ছ	ث

গ	غ	জ	ج
ফ	ف	হ	ح
ক্ব	ق	খ-ক্ষ	خ
ক	ك	দ	د
ল	ل	য	ذ
ম	م	র	ر
ন	ن	ঝ	ز
ও	و	স/ছ	س
হ	ه	শ	ش
য়/অ	ء	স/ছ	ص
ইয়া	ي		

আরবী স্বরচিহ্নের বাংলায় প্রতিচিহ্ন

৫		৪		৩		২		১	
ি- কারের সাথে 'ন' হবে	ـٍ দুই যের	া-কার সাথে 'ন' হবে	ـً দুই যবর	ু - উকার	ـُ পেশ	ইকার	ـِ যের	া-আকার	ـَ যবর
্ - হসন্ত বা হলন্ত হলো বন্ধ আওয়াজ	ـْ সাকিন	ূ - উকার টান হবে	ـٗ উল্টা পেশ	বি-ঈকার টান হবে	ـٖ খাড়া যের	া-আ-কার টান হবে	ـٰ খাড়া যবর	ু-কারের সাথে 'ন' হবে	ـٌ দুই পেশ
		بُوْ ওয়াও সাকিন পেশের পরে হলে ূ-কার টান হবে		بِىْ ইয়া সাকিন যের এর পরে হলে ী-কার টানতে হবে		بَا যবরের পরে আলিফ খালি হলে া-কার টানতে হবে		বর্ণে ডবল বা দুইবার উচ্চারণ	ـّ তাশদীদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আরবীতে ইয়া সাকিন (بِىْ) ডানে / পূর্বের হরফে যের (ـِ)-এর বাংলায় দীর্ঘ-ঈ (ী) কার এবং ওয়াও সাকিন (وْ) ও তার ডানে / পূর্বের হরফে পেশ (ـُ) হলে বাংলায় দীর্ঘ (ূ) কার ব্যবহৃত হয়।

প্রথম সবক ঃ হরকতের আলোচনা

পাঠ নির্দেশিকা

১. ফাতহা (যবর), কাসরা (যের), জুম্মা (পেশ)-কে হরকত বলে। যে হরফটির উপর হরকত হবে তার উচ্চারণ ঝটকা (স্বরাঘাত) সহকারে দ্রুত বা স্বরাঘাত দিয়ে উচ্চারিত হবে। আলিফে যখন হরকত হবে তখন সেটাকে হাম্‌যা বলতে হবে।

২. পড়ার সময় প্রথমে হরফের উচ্চারণের পর হরকতের উচ্চারণ, অতঃপর পূর্ণধ্বনি উচ্চারিত হবে। পড়ার সময় প্রথমে হেযে (বানান), অতঃপর উচ্চারিত ধ্বনি আলিফ (ا) থেকে ইয়া (ي) পর্যন্ত পড়তে হবে।

৩. হরকত ব্যবহৃত বর্ণ ও শব্দগুলো প্রথমে বানান/হেযে করে এবং পরে রিডিং বা মতন খুব ভাল করে পড়ে বুঝে মুখস্থ রাখতে হবে, যাতে ব্যবহৃত বাক্য দেখার সাথে সাথে পড়া যায়।

৪. মনে রাখতে হবে এখানে শব্দ বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে, হরকতের ব্যবহার দেখানো হয়েছে, অর্থ না হলেও আপত্তি নেই।

ক. ফাত্‌হা বা যবরের আলোচনা ঃ

যবর ঃ (ـَ) ফাতহা বা যবর-এর উচ্চারণ বাংলা (া) আকারের মত হয়।
ফাতহা বা যবর সব সময় হরফের উপরে বসে।
ফাতহা বা যবর লেখার চিহ্ন হলো ঃ (ـَ)।

১। ফাতহা বা যবর-এর সাহায্যে হরফ পাঠ

এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ হামযাহ যবর = আ, বা যবর = বা ইত্যাদি । এভাবে বানান করে উচ্চারণ যেমন আ, বা, তা, ছা ইত্যাদি।

حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ	خَ
عَ	ظَ	طَ	ضَ	صَ	شَ
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ
ےَ	يَ	ءَ	هَ	وَ	نَ

২। ফাতহা বা যবর দ্বারা শব্দ শিক্ষা

এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ হামঝাহ্ যবর আ, বা যবর বা = আবা ইত্যাদি। এভাবে বানান করে উচ্চারণ আবা, বায়া, আহাদা ইত্যাদি । এগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করে শিখবে।

جَعَلَ	ذَكَرَ	اَخَذَ	اَحَدَ	بَعَ	اَبَ
دَخَلَ	دَرَجَ	رَفَعَ	نَصَرَ	ضَرَبَ	فَعَلَ
بَعَثَرَ	كَتَبَ	غَرَمَ	كَفَرَ	قَتَلَ	حَرَبَ

খ. কাস্‌রা বা যের-এর আলোচনা ঃ

যের ঃ (ـِـ) যের (কাসরা)-এর উচ্চারণ বাংলা ই (ি) কারের মত হয়।

যের সব সময় হরফের নিচে বসে।

যের লেখার চিহ্ন হলো ঃ (ـِـ)।

১। কাসরা বা যের-এর সাহায্যে হরফ পাঠ

এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ ا হামঝাহ যের = ই, বা যের = বি ইত্যাদি।

حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ	خِ
عِ	ظِ	طِ	ضِ	صِ	شِ
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ
ےِ	يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ

২। কাসরা বা যের দ্বারা শব্দ শিক্ষা

এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ ا হামঝাহ যের ই, বা যের বি = ইবি ইত্যাদি।

خِرِجِ	حِلِمِ	إِبِلِ	إِهِدِ	بِقِ	إِبِ
عِلِمِ	رِزِقِ	إِذِنِ	خِرِجِ	حِجِرِ	بِرِقِ
طِلِبِ	مِحِدِ	عِرِفِ	قِفِلِ	سِجِلِ	غِرِقِ

গ. জুম্মা বা পেশ-এর আলোচনা

জুম্মা বা পেশ ঃ (ـُـ)   জুম্মা উচ্চারণ বাংলা উ (ু) – কারের মত হয়।

পেশ সব সময় হরফের উপরে বসে।

পেশ লেখার চিহ্ন হলো ঃ (ـُـ)।

১। জুম্মা বা পেশ-এর সাহায্যে হরফ পাঠ

এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ أ হামঝাহ পেশ = উ, বা পেশ = বু ইত্যাদি।

حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ	خُ
عُ	ظُ	طُ	ضُ	صُ	شُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ
ےُ	يُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

২। জুম্মা বা পেশ দ্বারা শব্দ তৈরী শিক্ষা

এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ হামঝাহ পেশ উ, খা পেশ খু = উখু ইত্যাদি।

دُخُلُ	حُضُ	خُصُ	ثُتُ	بُتُ	أُخُ
سُدُسُ	وُجُدُ	كُتُبُ	رُسُلُ	خُرُجُ	حُضُرُ
قُتُلُ	شُرُحُ	كُثُرُ	حُصُلُ	رُقُدُ	كُبُرُ

ঘ. হরকত দ্বারা শব্দ ও বাক্য শিক্ষা

১। এখানে হরকত ফাতহা, কাসরা, জুম্মা (যবর, যের ও পেশ) দ্বারা শব্দ গঠন করা হলো। শব্দগুলো প্রথমে বানান করে পরবর্তীতে উচ্চারণগুলো পড়তে হবে। যেমন ঃ اَ হামজাহ যবর আয, ذِ যাল যের যি, نَ নুন যবর না = আযিনা, ইত্যাদি।

دُبُرٌ	خُلِقَ	نُزُلٌ	حَشَرَ	بَرَزَ	اَذِنَ
خَشِيَ	مَرِضَ	اِيَهَ	فَعَلَ	فُعِلَ	قُبُرٌ
نَزَلَهُ	حَطِبَ	اَجِلَ	حَرِثَ	حُشِرَ	ثَقُلَ

উল্লেখ্য যে, বানান করার সময় ফাতহা, কাসরা, জুম্মা (যবর, যের ও পেশ)-এর উচ্চারণগুলো অর্থাৎ া-কার, ি-কার, ু-কার সঠিকভাবে করতে হবে। যেমনঃ قُرِئَ (কুরিয়া) এভাবে বানান করতে হবে।

২। হরকত দ্বারা বাক্য শিক্ষা

এখানে শুধু বানান ও মতন শিখতে হবে, অর্থের প্রয়োজন নেই।

اٰدَمُ عَلِمَ	حَرِبَ نَعِمُ	رَفَعَ لَئِقُ	دَخَلَ كَرِمُ	سَئَلَهُ	كَتَبَ اَمِرُ
بَعَثَ حَبِلُ	هُمَا فَتَدَ	اَنَا بِلَالُ	سُئِلَهُمَا	هِيَ خَالَتُكَ	هُوَ اَخُكَ

দ্বিতীয় সবক ঃ তানভীনের আলোচনা

পাঠ নির্দেশিকা

১. দুই যবর (ً), দুই যের (ٍ), দুই পেশ (ٌ)-কে তানভীন বলে।

২. তানভীনের উচ্চারণে একটা -ন- আসে। যে হরফে তানভীন আসে সে হরফে উচ্চারণ হল। যেমন ঃ বা-আলিফ দুই যবর (بًا) বান, তা-আলিফ দুই যবর (تًا) তান। বা-দুই যের (بٍ) বিন, তা-দুই যের (تٍ) তিন। বা-দুই পেশ (بٌ) বুন, তা-দুই পেশ (تٌ) তুন ইত্যাদি।

৩. তানভীন প্রায় সব সময় শব্দের শেষে বসে। থামা বা অক্ফ অবস্থায় দুই যের এবং দুই পেশের তানভীন সাকিন হয়ে যাবে। কিন্তু দুই যবরের তানভীনে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। এ ছাড়া তানভীন পড়ার ৪টি নিয়ম আছে, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, দুই যবরের তানভীনের শেষে সব সময় একটা আলিফ হয়।

ক. দুই যবরের তানভীনের পাঠ শিক্ষা

ইহা পড়ার নিয়ম হলো। যেমন ঃ হাম্ঝা দুই যবর (اً) আন, বা-আলিফ দুই যবর (بًا) বান ইত্যাদি।

حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	اً
سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا	خًا
عًا	ظًا	طًا	ضًا	صًا	شًا
مًا	لاً	كًا	قًا	فًا	غًا
	يًا	ئًا	هًا	وًا	نًا

(খ) দুই যের-এর তানভীনের পাঠ শিক্ষা

ইহা পড়ার নিয়ম হলো। যেমন ঃ হাম্‌ঝাঃদুই যের (اٍ) ইন, বা-দুই যের (بٍ) বিন ইত্যাদি।

حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	اٍ
سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ	خٍ
عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ	صٍ	شٍ
مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ
	يٍ	ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ

(গ) দুই পেশ-এর তানভীনের পাঠ শিক্ষা

ইহা পড়ার নিয়ম হলো। যেমন ঃ হাম্‌ঝাঃদুই পেশ (اٌ) উন, বা-দুই পেশ (بٌ) বুন ইত্যাদি।

حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	اٌ
سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ	خٌ
عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ	صٌ	شٌ
مٌ	لٌ	كٌ	قٌ	فٌ	غٌ
	يٌ	ءٌ	هٌ	وٌ	نٌ

(ঘ) তানভীনের দ্বারা শব্দ পাঠ শিক্ষা

رَشَدًا	جَسَدًا	اَبَدًا	هُدًى	مَعًا	بَعًا
لِبَشَرٍ	كَذِبٍ	شُعَبٍ	ظَنَنٍ	كَرَمٍ	ذَهَبٍ
فَطَرَةٌ	هُمَزَةٍ	عَلَقَةٍ	غَبَرَةٍ	رُسُلٌ	كُتُبٌ

তৃতীয় সবক ঃ সাকিন বা যযমের আলোচনা

১. আরবী সাকিন বা যযম লেখার চিহ্ন হলো (ۡ ^ ۷ ۵ ـ) এগুলো। সাকিন বা যযম সব সময় হরফের উপরে বসে। এবং এর উচ্চারণ বদ্ধ আওয়াজের ন্যায় অর্থাৎ বাংলায় হলন্ত বা হষন্তের মত উচ্চারণ হয়। যেমন ঃ বাংলায় শব্দের মাঝে কোন বর্ণে যদি "কার" না থাকে তার উচ্চারণের মত হবে। যেমন ঃ হাত (حَتْ), হাব (حَبْ) ইত্যাদি।

২. সাকিন যে হরফের উপর বসে সে হরফটি তার, পূর্বের হরফের সাথে মিলে একবার উচ্চারিত হবে। সাকিনের পাঠ হেযে (বানান) করে এবং মতন (রিডিং) পড়ে এমনভাবে মশ্‌ক করবে, যাতে বলা দেখার সাথে সাথে পড়তে বা লিখতে পারা যায়।

ক. সাকিন পড়ার নিয়ম

আগে হরকত ওয়ালা হরফটির হরফ, তারপর হরকত, এর পরে সাকিনওয়ালা হরফটি উচ্চারণ করে পরে উচ্চারিত ধ্বনি পড়তে হবে।

অর্থাৎ اَبْ আলিফ (اَ)-এর উপর যবর (ـَـ) এবং বা (بْ)-এর উপর সাকিন একত্রে মিলিত হয়েছে। এখানে হাম্‌যা (ء) + যবর (ـَ) বা (بْ) সাকিন = হাম্‌যা (اَ) যবর (ـَ) বা (بْ) সাকিন = اَبْ আব্‌।

অথবা হাম্‌যা (ا) বা (بْ) যবর (ـَ) اَبْ আব এভাবে পড়তে হবে। এইভাবে যের যেমন হাম্‌যা (اِ) বা (تْ) যের = اِتْ , ইব ও পেশের (হামঝাহ (اُ) বা (بْ) পেশ = উব

খ. যবরের সহিত সাকিন পাঠ শিক্ষা

ইহা পড়ার নিয়ম হলো। যেমন ঃ হাম্‌যা বা যবর (اَبْ) আব, হাম্‌যা তা যবর (اَتْ) আত্‌ ইত্যাদি।

حَخْ	جَحْ	ثَجْ	تَثْ	بَتْ	اَبْ
سَشْ	زَسْ	رَزْ	ذَرْ	دَزْ	خَذْ
عَغْ	ظَعْ	طَظْ	ضَطْ	صَضْ	شَصْ
مَمْ	لَمْ	كَلْ	قَكْ	فَقْ	غَفْ
	يَىْ	ئَىْ	هَئْ	وَهْ	نَوْ

গ. যের-এর সহিত সাকিন পাঠ শিক্ষা

ইহা পড়ার নিয়ম হলো। যেমন ঃ হাম্‌ঝা বা যের ইব, (اِبْ), হাম্‌যা তা যের ইত (اِتْ) ইত্যাদি।

حِخْ	جِحْ	ثِجْ	تِثْ	بِتْ	اِبْ
سِشْ	زِسْ	رِزْ	ذِرْ	دِزْ	خِذْ
عِغْ	ظِعْ	طِظْ	ضِطْ	صِضْ	شِصْ
مِمْ	لِمْ	كِلْ	قِكْ	فِقْ	غِفْ
	يِىْ	ئِىْ	هِئْ	وِهْ	نِوْ

ঘ. পেশ-এর সহিত সাকিন পাঠ শিক্ষা

ইহা পড়ার নিয়ম হলো । যেমন ঃ হাম্‌ঝা বা পেশ (اُبْ) উব, হাম্‌যা তা পেশ (اُتْ) উত্‌ ইত্যাদি।

حُخْ	جُحْ	ثُجْ	تُثْ	بُتْ	اُبْ
سُشْ	زُسْ	رُزْ	ذُرْ	دُذْ	خُدْ
عُغْ	ظُعْ	طُظْ	ضُطْ	صُضْ	شُصْ
مُمْ	لُمْ	كُلْ	قُكْ	فُقْ	غُفْ
	يُیْ	ئُیْ	هُءْ	وُهْ	نُوْ

ঙ. হরকতের সহিত সাকিন পাঠ

প্রথমে হরফে হরকত এবং পরের সাকিন পড়বে। ইহা পড়ার নিয়ম হলো। যেমন ঃ হাম্‌ঝাংতা-যবর আত্‌, হাম্‌যা তা-যের ইত, হাম্‌ঝাংতা-পেশ উত্‌ (اَُِتْ) আত, ইত, উত্‌।

حَُِخْ	جَُِحْ	ثَُِجْ	تَُِثْ	بَُِتْ	اَُِبْ
سَُِشْ	زَُِسْ	رَُِزْ	ذَُِرْ	دَُِذْ	خَُِدْ
عَُِغْ	ظَُِعْ	طَُِظْ	ضَُِطْ	صَُِضْ	شَُِصْ
مَُِمْ	لَُِمْ	كَُِلْ	قَُِكْ	فَُِقْ	غَُِفْ
	يَُِیْ	ئَُِیْ	هَُِءْ	وَُِهْ	نَُِوْ

চ. শব্দের মাঝে সাকিন পাঠ

خَوْفٌ	اِيْمَانًا	سِدْقِيْىْ	ثَجْجًا	تَحْتٰى	اَبْحَ
اِهْدِىْ	بِزْقِىْ	صِدْرٌ	جِلْحٍ	اِبْرَاهِيْمِ	اِبْلِيْسُ
كُفْرٌ	حُسْنُكَ	نُوْرٌ	حُدْحُدْ	بُرُوْجٌ	اُخْتٌ
مِنْ اَنْبِىْ	تَجْرِىْ	يُنْفِقُ	فَصَبْرٌ	رَحْمَتِهٖ	عَلَيْهِمْ
وَالْفَتْحُ	وَيَفْطِرُلَكُمْ	وَانْحَرْ	نُصِبَتْ	خُشِرَتْ	خَلْفًا

চতুর্থ সবক ঃ টেনে দীর্ঘ স্বরে পড়ার নিয়ম

পাঠ নির্দেশিকা

টেনে পড়া বা দীর্ঘ স্বরে পড়াকে আরবীতে মাদ্দ বলে। ইহা মোট ১০ প্রকার (তাজবিদ-এর খণ্ডে এর আলোচনা হবে)। এর মাদ্দে আসলির আলোচনা এখানে অতীব প্রয়োজন বিধায় সংক্ষেপে আলোচনা ও উদাহরণ, উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মাদ্দে আসলি বা তাবয়ী মাদ্দে ৬ অবস্থায় এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। এর মধ্যে ৩ জায়গা হল ٰ খাড়া যবর ٖ খাড়া যের ও ٗ উল্টা পেশ। অপর ৩ জায়গা হল ঃ যখন আলিফ খালি তার পূর্বের হরফে যবর (بَا), ইয়া সাকিন তার পূর্বের হরফে যের (بِيْ) ও ওয়াও সাকিন তার পূর্বের হরফে পেশ (بُوْ) হবে তখন এই তিন জায়গাতে এক আলিফ করে টেনে পড়তে হবে।

(ক) খাড়া যবর, খাড়া যের উল্টো পেশ

১. খাড়া যবর (ٰ)-এর সাহায্যে হরফ পাঠ

ইহা পড়ার নিয়ম হলো ঃ হাম্যাঃখাড়া যবর (اٰ) আ-, বা খাড়া যবর (بٰ) বা- ইত্যাদি।

حٰ	جٰ	ثٰ	تٰ	بٰ	اٰ
سٰ	زٰ	رٰ	ذٰ	دٰ	خٰ
عٰ	ظٰ	طٰ	ضٰ	صٰ	شٰ
مٰ	لٰ	كٰ	قٰ	فٰ	غٰ
ےٰ	يٰ	ءٰ	هٰ	وٰ	نٰ

২. খাড়া যের (ٖ)-এর সাহায্যে হরফ পাঠ

ইহা পড়ার নিয়ম হলো ঃ হাম্‌যা খাড়া যের ঈ, (اٖ), বা খাড়া যের বী (بٖ) ইত্যাদি।

حٖ	جٖ	ثٖ	تٖ	بٖ	اٖ
سٖ	زٖ	رٖ	ذٖ	دٖ	خٖ
عٖ	ظٖ	طٖ	ضٖ	صٖ	شٖ
مٖ	لٖ	كٖ	قٖ	فٖ	غٖ
ےٖ	يٖ	ءٖ	هٖ	وٖ	نٖ

৩. উল্টা পেশ (ـٗ)-এর সাহায্যে হরফ পাঠ

ইহা পড়ার নিয়ম হলো ঃ হাম্‌যা উল্টা পেশ উ (أٗ), বা উল্টা পেশ বূ (بٗ) ইত্যাদি।

حٗ	جٗ	ثٗ	تٗ	بٗ	أٗ
سٗ	زٗ	رٗ	ذٗ	دٗ	خٗ
عٗ	ظٗ	طٗ	ضٗ	صٗ	شٗ
مٗ	لٗ	كٗ	قٗ	فٗ	غٗ
ےٗ	يٗ	ءٗ	هٗ	وٗ	نٗ

৪. নিম্নে শব্দের মাঝে পূর্বোক্ত সবকের উদাহরণ দেখানো হলো

এগুলো ভালভাবে শিখবে, লিখবে, এভাবে পড়বে যেমন ঃ হামযাহ্ আয়, খা যবর খা, ওয়াও ইয়া খাড়া যবর ওয়া = আখাওয়া ইত্যাদি।

يُحَيٖ	مَاٰبَ	يَسْعٰى	اَدْنٰى	تَرْضٰى	اَخْوٰى
كَفٰى	عَلٰى	بَلٰى	كِتٰبَ	ذٰلِكَ	هٰذَا
بَرٰى	نُزُلِهٖ	خَلَتْهٗ	لِهٖ	لَهٗ	بِهٖ

(খ) টেনে বা দীর্ঘস্বরে পড়ার নিয়মের পাঠ

হরফের সাহায্যে পড়ার নিয়ম হলো। যেমনঃ বা আলিফ যবর বা- (بَا), তা ইয়া যের তী, (تِی), ছা ওয়াও পেশ ছূ (ثُو) ইত্যাদি। শিক্ষকগণ ছাত্রদের আলিফ খালি ডাইনে যবর-এর পাঠ ب থেকে ی পর্যন্ত পড়াবেন। যেমন بَا تَا ثَا তেমনিভাবে ইয়া সাকিন ডাইনে যের ও ওয়াও সাকিন ডাইনে পেশ ب থেকে ی পর্যন্ত পড়াবেন।

بَا	تِیْ	ثُوْ	جَا	حِیْ	خُوْ
دَاْ	ذِیْ	رُوْ	زَا	سِیْ	شُوْ
صَاْ	صِیْ	صُوْ	طَاْ	ظِیْ	عُوْ
غَاْ	فِیْ	قُوْ	کَا	لِیْ	مُوْ
نَاْ	وِیْ	هَا	ئِیْ	یُوْ	

২. শব্দের সাথে টেনে পড়ার নিয়ম পাঠ

بَلٰی بَابًا	بِهٖ حِجْرِی	قُلُوْبٌ	اَبَا	ذِدْنِیْ	قُوْ مُوْا
سِرَاجًا	مِثْلِیْ	اُدْعُوْا	رَزَقْنَا	عِلْمِیْ	عَلِیْمٌ
حَوْلاَ	فِرْدِیْ	رُسُوْلٌ	اَبْنَا	فِرْقِیْ	عُلُوْمٌ

পঞ্চম সবক ঃ তাশ্‌দীদ বা শাদ্দা-এর আলোচনা

পাঠ নির্দেশিকা

১. তাশ্‌দীদ বা মোশাদ্দা চিহ্ন হলো (ـّـ) এইটি।

২. যে হরফের উপর তাশ্‌দীদ হবে সে হরফটি দুইবার উচ্চারিত হবে। অর্থাৎ প্রথম তার পূর্বের হরফের সাথে। পরে সে নিজে অথবা তার পরের হরফে যদি সাকিন বা তাশ্‌দীদ থাকে তার সাথে মিলে উচ্চারিত হবে।

তাশ্‌দীদ প্রকৃতপক্ষে দুটি হরফ একটি করে লেখার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন ঃ হাম্‌যা বা যবের আব, বা-যবর বা (اَبْ بَ) ইত্যাদি। এভাবে যের (ـِـ) ও পেশ (ـُـ)-এর সহিত তাশদীদ পড়তে হবে। এ পাঠগুলো প্রথমে বানান বা হেযে করে মুখস্থ করে লিখে পড়ে রিডিং বা মতন ভালভাবে মুখস্থ করবে।

ক. যবরের সহিত তাশ্‌দীদের পাঠ শিক্ষা ঃ এভাবে পড়তে হবে যেমন ঃ اَ হামযাহ্ বা যবর আব্, বা যবর বা = আব্বা ইত্যাদি।

حَخَّ	جَحَّ	ثَجَّ	تَثَّ	بَتَّ	اَبَّ
سَشَّ	زَسَّ	رَزَّ	ذَرَّ	دَزَّ	خَدَّ
عَغَّ	ظَعَّ	طَظَّ	ضَطَّ	صَضَّ	شَصَّ
مَمَّ	لَمَّ	كَلَّ	قَكَّ	فَقَّ	غَفَّ
	يَىَّ	ئَىَّ	هَئَّ	وَهَّ	نَوَّ

খ. যের-এর সহিত তাশ্‌দীদের পাঠ শিক্ষা ঃ এভাবে পড়বে যেমন–হামযাহ্ বা যের ইব, বা যের বি = ইব্‌বি

حِخِّ	جِحِّ	ثِجِّ	تِثِّ	بِتِّ	اِبِّ
سِشِّ	زِسِّ	رِزِّ	ذِرِّ	دِزِّ	خِدِّ
عِغِّ	ظِعِّ	طِظِّ	ضِطِّ	صِضِّ	شِصِّ
مِمِّ	لِمِّ	كِلِّ	قِكِّ	فِقِّ	غِفِّ
	يِيِّ	ئِيِّ	هِئِّ	وِهِّ	نِوِّ

গ. পেশ-এর সহিত তাশ্‌দীদের পাঠ শিক্ষা ঃ এভাবে পড়বে যেমন- أ হামযা বা পেশ উব, বা পেশ বু = উব্‌বু

حُخُّ	جُحُّ	ثُجُّ	تُثُّ	بُتُّ	أُبُّ
سُشُّ	زُسُّ	رُزُّ	ذُرُّ	دُزُّ	خُدُّ
عُغُّ	ظُعُّ	طُظُّ	ضُطُّ	صُضُّ	شُصُّ
مُمُّ	لُمُّ	كُلُّ	قُكُّ	فُقُّ	غُفُّ
	يُيُّ	ئُيُّ	هُئُّ	وُهُّ	نُوُّ

(ঘ) শব্দ ও বাক্যের সহিত তাশ্‌দীদের পাঠ শিক্ষা

سَبَّحَ	اَنَّ	بِاللّٰهِ	اَللّٰهُ	صَرَّفَ	تَجَلّٰى
اِنِّىْ	مِلَّتِىْ	مِمَّنِّىْ	مِنْ رِّزْقٍ	بِرِّىٌّ	صِدِّيْقٍ
عِلِّيُّوْنَ	مُزَّمِّلُ	مُسَمَّةً	مُلَوَّمٌ	دُرٌّ	بُرٌّ
مُحَبَّةً	عَشِيَّةً	ذُلِّلَتْ	سِجِّيْنٌ	يَشَّقَّقُ	نَبِىٌّ
مُهَدَّدَةٍ	مُكَرَّمَةٍ	اُمَتِّعْكُنَّ	اَلْمُزَّمِّلُ	مُبَيِّنَةٍ	تَوَلَّتْ
وَالزَّيْتُوْنِ	وَالتِّيْنِ	اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ	شَرِّ النَّفّٰثٰتِ	عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ	اَنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ

ষষ্ঠ সবক ঃ হরকত, তানভীন, মাদ্দ, সাকিন ও তাশদীদ দ্বারা বাক্য পাঠ শিক্ষা

নিম্নে হরকত (ـُ), তানভীন (ـً) সাকিন (ـْ) ও তাশদীদ (ـّ) দ্বারা একত্রে শব্দ তৈরী করা হবে, এগুলো প্রথমে হেযে (বানান) করে এবং পরে মতন (রিডিং) সহকারে মশ্‌ক করতে হবে, যাতে দেখার সাথে সাথে বলতে পারা যায়।

নিম্নে বাক্য তৈরী করা হলো

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ

اَحَدٌ ۝ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ

غْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ ۝ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ

صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا

قَوْلِيْ ۝ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

وَبَرَكَاتُهٗ ۝ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۝

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ۝ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ۝ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۝ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى ۝ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১। পবিত্র কুরআনে কয় প্রকার স্বরচিহ্ন ব্যবহার হয়েছে সেগুলো উদাহরণসহ লিখ।

প্রশ্ন ২। হরকত দ্বারা হরফের উচ্চারণ লিখ ও বল।

প্রশ্ন ৩। হরকত দ্বারা দুই, তিন ও চার হরফের প্রত্যেকটি তিনটি করে শব্দ গঠন কর।

প্রশ্ন ৪। তানভীন কাকে বলে ? হরফের মাঝে তানভীনের ব্যবহার দেখাও।

প্রশ্ন ৫। সাকিন কাকে বলে ? ইহা পড়ার নিয়ম বল ও লিখ এবং শব্দের মাঝে এর ব্যবহার দেখাও।

প্রশ্ন ৬। তাশদীদ কাকে বলে ? ইহা পড়ার নিয়ম বল ও লিখ এবং শব্দের মাঝে এর ব্যবহার দেখাও।

প্রশ্ন ৭। বাংলায় আরবী হরফের উচ্চারণ ও স্বরচিহ্নের প্রতি চিহ্ন বল ও লিখ।

প্রশ্ন ৮। সুন্দর হাতের লেখার জন্য আরবী শব্দ দ্বারা দশটি বাক্য লিখ।

দ্বিতীয় খণ্ড

তাজবিদ শিক্ষা

যদি কেউ প্রথম খণ্ড সঠিকভাবে পড়ে তাহলে তার জন্য কুরআন শরীফ পড়া সহজ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার পর সহীহ্-শুদ্ধ করে কুরআন শরীফ পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। সে জন্য এখানে পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য কতিপয় কায়দা বা নিয়ম সংযুক্ত করা হলো।

প্রথম অধ্যায়
কতিপয় হরফ পড়ার নিয়ম

প্রথম সবক ঃ হা জমীর পড়ার নিয়ম ও উদাহরণ

পবিত্র কুরআন পড়ার সময় কখনও শব্দের শেষে হা (ه) সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এটাকে আরবীতে হায় জমির বলে। হায় জমির (ه) অর্থাৎ নাম পুরুষের এক বচন পুং লিঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হায় জমির পড়ার কতিপয় বিশেষ নিয়ম রয়েছে। তা হলো ঃ হায় জমির (ه)-এর উপর এবং তার আগে হরফে কি ধরনের হরকত ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখে হায় জমির পড়তে হয়। যথা ঃ

বর্ণনা	উদাহরণ
১. হায় জমিরে যদি পেশ (ـُ) এবং এর পূর্বের হরফে যদি যবর (ـَ) বা পেশ (ـُ) থাকে তবে হায় জমিরের শেষে একটি ওয়াও (و) যুক্ত হবে এবং তা এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। কিন্তু ৩৯ নং সূরা যুমার-এর ৭ নং আয়াতে يَرْضَـهُ لَكُمْ এই বাক্যে ওয়াও (و) যুক্ত হবে না।	لَهٗ - دِيْنَهٗ - بِيَهٗ يَرْضَهُ উল্টা পেশ ـٗ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. হায় জমিরের নিচে যদি যের থাকে এবং তার পূর্বের হরফে যের হয় তবে তা ইয়া যুক্ত করে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। যেমন ঃ খাড়া ى এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।	بِهٖ - تِهٖ - جِهٖ খাড়া যের ـِي-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. হায় জমিরের পূর্বের হরফ যদি সাকিন হয় তখন সেই হা-এর সাথে ওয়াও (و) অথবা ইয়া (ى) কোন কিছু যুক্ত হবে না। কিন্তু فِيْهٖ مُهَانًا-এর মধ্যে ডানের অক্ষর সাকিন হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত নিয়ম থাকবে। বরং হা-এর সাথে ইয়া মিলিয়ে পড়তে হবে।	عَلَيْهِ - تِيْهِ فِيْهٖ مُهَانًا
৪. যদি হায় জমিরের পরে সাকিন হয় তখন সেই হা-এর সাথে ওয়াও (و) অথবা ইয়া (ى) মিলানো যাবে না।	وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ - بِهِ اللّٰهِ لَهُ الرَّسُوْلُ -

দ্বিতীয় সবক ঃ রা (ر) হরফ পড়ার নিয়ম

রা (ر) হরফটি পড়ার সময় নিয়ম অনুযায়ী দু ধরনের আওয়াজ বা স্বরে পড়া হয়। প্রথমত, রা (ر) পোর মোটা আওয়াজে, দ্বিতীয়ত রা (ر) বারিক বা হালকা পাতলা আওয়াজে।

প্রথমত, পোর বা মোটা আওয়াজ পড়ার নিয়ম ঃ এ আওয়াজে উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়ার অংশ উপরের দিকে কিছুটা উঠে যাবে। সে কারণে আওয়াজ কিছুটা গাম্ভীর এবং মোটা হবে।

নিম্নের নিয়মগুলোতে রা (ر) পোর বা মোটা হবে

রা (ر) পোর পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১. রা (ر)-এর উপর যখন যবর হবে।	رَسُوْلٌ - رَجُلٌ
২. রা (ر)-এর উপর যখন পেশ হবে।	رُقُوْدٌ - رُسُوْلٌ

৩. রা (ر) এ সাকিন এবং তার আগের হরফের উপর যখন যবর হবে।	يَرْجِعُوْنَ يَرْفَعُوْنَ
৪. রা (ر) এ সাকিন এবং তার আগের হরফে যখন পেশ হবে।	اُرْكِسُوْا اُرْسِلَ
৫. রা (ر) এ সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যখন আর্জী যের হবে।	مَنِ ارْتَضٰى - رَبِّ ارْجِعُوْنَ - اِنِ ارْتَبْتُمْ
৬. রা (ر) এ সাকিন এবং তার পূর্বের হরফে যের আর রা (ر) হরফের পরে হরফে একই শব্দে ইস্তিলার যে কোন একটি হরফ আসল।	قِرْطَاسٌ - مِرْصَادٌ - فِرْقَةٌ
৭. রা (ر) এ যদি ওয়াকফ করা হয় তার পূর্বের হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্ব হরফে যবর অথবা পেশ হইলে। কিন্তু রা (ر) -এর পূর্বে ইয়া সাকিন ব্যতীত।	سَهْرٌ - خُسْرٌ - صُدُوْرٌ

নোট ঃ

১. আর্জী শব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ আসলে যের ছিল না কিন্তু মিলিয়ে পড়ার (এই কারণে যের হয়েছে) জন্যে যের হয়েছে।

২. হরফে ইস্তিলা বলা হয় সে সমস্ত হরফকে, যা উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা উপরের তালুর দিকে যায়। ইস্তিলার হরফ ৭টি। যথা ঃ ج - ص - ض - غ - ظ - ق - ت এই সাতটি হরফকে তিনটি শব্দে এভাবে পড়তে হয়। যথা ঃ خُصَّ ضَغْطٍ - قِظْ

দ্বিতীয়ত রা (ر) বারিক বা হাল্‌কা পাতলা আওয়াজে পড়া, এভাবে পড়ার কয়েকটি নিয়ম হলো ঃ

রা (ر) বারিক পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১. রা (ر) হরফের নিচে যের হলে	رِجَالٌ - رِكْزٌ
২. রা (ر) হরফে সাকিন এবং তার পূর্ব হরফে যের আছলি (আসল) হলে।	مِرْفَقًا - فِرْعَوْنَ
৩. রা (ر) হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় তার পূর্বে ইয়া সাকিন হলে।	سَيْرٌ - ضَيْرٌ - خَيْرٌ
৪. রা (ر) হরফে ওয়াকফ করার সময় তার পূর্বে হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্বে যের হলে।	ذِكْرٌ - بِعْرٌ - حِجْرٌ

তৃতীয় সবক ঃ আল্লাহ্ (اَللّٰه) শব্দের লাম (ل) পড়ার নিয়ম

আল্লাহ্ (الله) শব্দটি পড়তে বা লিখতে দুটি লাম (ل) ব্যবহৃত হয়। এই দুটি লাম (ل)-কে তাশদীদ (ـّ) চিহ্ন দিয়ে একটি লামে (ل) লেখা হয়। এ লামটি (ل) পড়ার সময় কখনও পোর আবার কখনও বারিক হয়। তা পড়ার নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ শব্দের লাম (ل) পোর ও বারিক পড়ার নিয়ম	উদাহরণ
১. আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লাম (ل)-এর পূর্বের হরফে যদি যবর হয়।	اَللّٰهُ - وَاللّٰهُ
২. আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের লামের (ل) পূর্ব হরফে পেশ হইলে।	وَاسْتَغْفِرُ اللّٰه
দ্বিতীয়ত, লাম (ل) বারিক পড়ার নিয়মঃ আল্লাহ্ শব্দের লামের (ل) পূর্বে যের হলে।	لِلّٰه بِسْمِ اللّٰه
উল্লেখ্য যে, ইমাম হাফ্‌ছ-এর মতে আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের লাম (ل) ব্যতীত অন্য শব্দের লাম (ل) বারিক পড়তে হবে।	لِلْبَيْتِ

চতুর্থ সবক ঃ আলিফ-লাম পড়ার নিয়ম

আরবী ভাষায় শব্দের প্রথমে যে অলিফ-লাম (ال) হয় তাহা কোন সময় স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়, আবার কোন সময় তাহা উচ্চারণ ছাড়াই পড়িতে হয়। আলিফ-লাম (ال) কোন্ অবস্থায় উচ্চারণ করিতে হইবে এবং কোন্ অবস্থায় উচ্চারণ করিতে হইবে না, তাহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১. আলিফ-লাম (ال)-এর পরে যদি হুরূফে ক্বামারী হইতে কোন একটি হরফ আসে তখন আলিফ-লামকে স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে। হুরূফে ক্বামারী ১৫টি। যথা ঃ

ا - ب - ج - ح - خ - ع - غ - ف - ق - ك - م - و - ه - ى

আলিফ-লাম (ال) পড়ার উদাহরণ হলো ঃ اَلْحَمْدُ - اَلْبَحْرُ - اَلْجَمِيْلُ ইত্যাদি।

২. আলিফ-লাম (ال)-এর পরে যদি হুরূফে শামসী হইতে কোনো একটি হরফ আসে, তখন আলিফ-লাম-কে স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে হইবে না বরং তা উহ্য থাকিবে। অর্থাৎ লিখিত থাকিবে কিন্তু উচ্চারিত হইবে না। হুরূফে শামসী ১৪টি। যথা ঃ

ت - ث - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ل - ن

আলিফ-লাম (ال) না পড়িবার অর্থাৎ উহ্য থাকার উদাহরণ হলো ঃ اَلتَّـائِبُ - اَلثَّـاقِبُ - اَلدَّلِيْلُ ইত্যাদি।

পঞ্চম সবক ঃ আলিফে যায়িদা পড়ার নিয়ম পরিচয়

আলিফে যায়িদার অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত আলিফ। অর্থাৎ যে আলিফ শব্দের ভিতরে লিখতে আসে, পড়ার সময় উহ্য থাকে বা যবর যুক্ত হরফের পরে লিখিত হয় কিন্তু পড়ার সময় তা টেনে পড়তে হয় না, উহ্য থাকে, তাকে আলিফে যায়িদা বলা হয়। এই যবর অবস্থায় আলিফ মাদ্দের হরফ হলেও তাকে লম্বা স্বরে টেনে পড়া যাবে না। যেমন ঃ اَنَا لَا اِلَى اللّٰهِ - لَنْ تَدْعُوْا - لَا اَوْضَعُوْا

উল্লেখ্য যে, انا এর আলিফ মাত্র তার জায়গায় পড়া যায়। যথা اَنَابَ اَنَابُوْا اَنَا سِيِّ اَنَامِلَ

ষষ্ঠ সবক ঃ তা-য়ে তানীস পড়ার নিয়ম

যে 'তা' (ت) মুয়ান্নাস অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, তাকে তা-য়ে তানীস বলে। এই তা-য়ে তানীস দুই প্রকার। যথা ঃ গোল 'তা' (ة) এবং লম্বা তা (ت)। এটা পড়ার নিয়ম হলো ঃ

১. গোল 'তা' (ة)-এর উপর ওয়াক্‌ফ করার সময় তাকে 'হা' (ہ) হাওয়াযের ন্যায় পড়তে হবে। যেমন ঃ غِشَاوَةٌ (গিশাওয়াতুন) এই তা-য়ের উপর ওয়াকফ করলে তখন غِشَاوَة (গিশাওয়াহ্) হবে। আর যদি ওয়াক্‌ফ করিতে না হয়, তখন তাকে তা-ই (ة) পড়তে হবে। যেমন ঃ مَا الْقَارِعَةُ - غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَهْ

২. লম্বা তা-কে (ت) সর্ব অবস্থায় তা-ই (ت) পড়তে হবে। যেমন ঃ جَنَّتٍ حَسَنَتٍ - اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

সপ্তম সবক ঃ নূনে কুত্বনী পড়ার নিয়ম

তানভীনের পরে জয্ম অথবা তাশদীদ থাকলে উক্ত তানভীনের মধ্যে লুকায়িত নূনকে যের দিয়ে মিলিয়ে স্পষ্ট স্বরে পড়তে হয়। আর একেই নূনে কুত্বনী বলা হয়। যেমন ঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَـــدُ نِ اللّٰهُ الصَّمَدُ

অষ্টম সবক ঃ ক্বলক্বলা

ক্বল ক্বলা বা জী---ম (ج), দা...ল (د), ত্ব- (ط), বা- (ب), ক্ব...ফ (ق) হরফগুলি পড়ার নিয়ম ঃ

ক্বল ক্বলা হলো আওয়াজের একটা বিশেষ ভঙ্গি অর্থাৎ কোন বস্তু যখন নিচে পড়ে আবার উপরের দিকে ধাবিত হয় তখন যে আওয়াজটা হয় আরবীতে কতগুলো হরফ আছে মুখের মধ্যে উচ্চারণের সময় সে ধরনের ভঙ্গি করাকে ক্বল্ ক্বলা বলে। ক্বল্ ক্বলার সময় আওয়াজের শেষে যবরের উচ্চারণ হবে।

ক্বল্‌ক্বলা করার নিয়ম ঃ যখন এই পাঁচটি হরফের (ب - ج - د - ط - ق) যে কোন একটি শব্দের মাঝে সাকিন হয়। এ সময় কিছুটা কম ক্বল্ করা হয়। যেমন ঃ

বা-	(ب)	يَبْخَلُوْنَ
জীম---ম	(ج)	تَجْهَلُوْنَ
দা---ল	(د)	يَدْخُلُوْنَ
ত্ব-	(ط)	قِطْمِيْرٌ
ক্ব---ফ	(ق)	يَقْطَعُوْنَ

অথবা এই পাঁচটি হরফের যে কোন একটি ওয়াক্‌ফ করা হয়। এ সময় পূর্ণ ক্বল্‌ ক্বলা হয়। যেমনঃ

বা- (ب)	حِسَابٌ
জীম---ম (ج)	جُهُوْدٌ
দা---ল (د)	شَدِيْدٌ
ত্ব- (ط)	صِرَاطٌ
ক্ব---ফ (ق)	خَلَّاقٌ

নবম সবক ঃ ওয়াজিব গুন্না পড়ার নিয়ম

ওয়াজিব গুন্না বা তাশ্‌দীদযুক্ত মিম (مّ) ও নূন (نّ) পড়ার নিয়ম ঃ

কুরআন শরিফ পড়ার সময় বিভিন্ন হরফ কিছু কিছু জায়গায় নাকের মধ্যে চন্দ্রবিন্দুর আওয়াজে বা গুন্না করে পড়তে হয়। এর মধ্যে উপরোক্ত দুটি হরফের কোন একটিতে যদি তাশদীদ হয় তখন সে হরফটিতে গুন্না করে পড়া ওয়াজেব। যেমন ঃ

م – لَمَّا ـ عَمَّ	ن – إِنَّ ـ جَهَنَّمَ ـ جَنَّتٍ

দশম সবক ঃ সাক্‌তার (سكتة) বিবরণ

সাকতা (سكتة) হলো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার সময় শ্বাসটাকে প্রবাহিত করে আওয়াজটাকে কেটে দেওয়া (আওয়াজটা বন্ধ করে নিশ্বাস বা শ্বাস চালু রাখা)। সাকতা পবিত্র কুরআনের চারটি জায়গায় রয়েছে। যেমন ঃ

বর্ণনা	উদাহরণ
১. ৩৬ নং সূরা ক্বাহাফের প্রথম আয়াতে عِوَجًا শব্দে ج-এর আলিফে।	عِوَجًا قَيِّمًا
২. ১৮ নং সূরা ইয়াসীনের ৫২ নং আয়াত قَدِنَا শব্দে আলিফে।	مِنْ مَّرْقَدِنَا
৩. ৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামার ২৭ নং আয়াত مَنْ শব্দের নূনে (ن)	مَنْ رَاقٍ
৪. ৭৩ নং সূরা মুতাফ্‌ফিফীনের ৩২ নং আয়াতে بَلْ শব্দের (ل) লামে	بَلْ رَانَ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নূন সাকিন (نْ) ও তানভীন (ـٌ)-এর বিবরণ

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকালে এ কায়দাগুলো জেনে তিলাওয়াত করা খুবই প্রয়োজন। এগুলো পড়ার সময় বিচিত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সে জন্য এখানে কায়দাগুলো দেয়া হলো।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় শব্দের মধ্যে যখন নূন হরফটির উপর সাকিন হবে অথবা অন্য কোন হরফে তানভীন হবে তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এখানে পড়ার একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

নূন হরফে সাকিন হলে অথবা যযম যুক্ত নূন (نْ)-কে নূন সাকিন বলে এবং দুই যবর (ـً), দুই যের (ـٍ) ও দুই পেশ (ـٌ)-কে তানভীন বলে।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় শব্দের মাঝে যখন নূন হরফে সাকিন হয় অথবা কোন হরফে তানভীন হয় তখন দেখতে হবে ঐ নূন সাকিন এবং তানভীনের পরে কোন্ হরফটি বসেছে। তার উপর নির্ভর করবে পড়া বা আওয়াজের বিভিন্নতা। এক্ষেত্রে নূন সাকিন (نْ) ও তানভীন (ـٍ) পড়ার নিয়ম হলো চারটি। যথা ঃ

১. ইযহার (اِظْهَارٌ), ২. ইক্বলাব/ক্বলব (اِقْلَابٌ / قَلْبٌ), ৩. ইদ্গাম (اِدْغَامٌ), ৪. ইখ্ফা (اِخْفَاءٌ)

প্রথম সবক ঃ ইযহারের (اِظْهَارٌ) বিবরণ

ইজহার (اِظْهَـارٌ) শব্দের অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকালে এই নিয়মের আওতায় আসিলে সেখানে গুন্না, ইখ্ফা বা অস্পষ্ট এবং পরিবর্তন ছাড়া পড়াকে ইজহার বলে।

ইযহারের হরফ ঃ ইযহারের হরফ হলো ছয়টি। যথা ঃ خ - غ - ح - ع - ه - ء

ইযহারের নিয়ম ঃ নূন সাকিন (نْ) ও তানভীন (ـً)-এর পরে যদি ইজহারের ছয়টি হরফের যে কোন একটি হরফ আসে তাহলে ঐ নূন সাকিন বা তানভীনকে স্পষ্ট করে পড়ার নাম ইজহার।

ইযহারের উদাহরণ

১. নূন সাকিন (نْ)-এর পরে ইযহারের ছয়টি হরফ (যথাঃ ء ـ ه ـ ع ـ ح ـ غ ـ خ)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে।	مِنْ اَجَلٍ ـ لِمَنْ هُوَ ـ مِنْ حَقٍّ ـ يَنْعِقُ ـ يَنْغِضُوْنَ ـ مِنْ خَوْفٍ ـ
২. তানভীন (ـً)-এর পরে ইযহারের ছয়টি হরফ (যথাঃ ء ـ ه ـ ع ـ ح ـ غ ـ خ)-এর যে কোন একটি হারফ আসিলে।	عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ كُلاًّ هَدَيْنَا ـ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

দ্বিতীয় সবক ঃ ইক্‌লাব/ক্বালব (اَقْلَابٌ / قَلْبٌ)-এর বিবরণ

ক্বালব (قَلْبٌ) শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। ক্বালবের হরফ একটি। যথাঃ বা (ب) ক্বালবের নিয়ম:নূন সাকিন (نْ) বা তানভীন (ـٍ)-এর পরে যদি বা (ب) হরফটি আসে, তাহলে ঐ নূন সাকিন (نْ) বা তানভীন (ـٍ)-কে মীম (م)-এর দ্বারা পরিবর্তন করে পড়ার নাম ক্বালব।

ক্বালবের উদাহরণ

নূন সাকিনের (نْ) পরে বা (ب) আসিলে।	جَنْبٌ ـ مِنْ م بَأْسٍ
তানভীনের (ـٍ) পরে বা (ب) আসিলে।	سَمِيْعٌ م بَصِيْرٌ

তৃতীয় সবক ঃ ইদগামের (اِدْغَامٌ) বিবরণ

ইদগাম (اِدْغَامٌ) শব্দের অর্থ মিলান বা সংযোজিত করা। ইদগামের হরফ ছয়টি। যথা ঃ ي ر م ل و ن ইদগামের নিয়মঃ নূন সাকিন (نْ) বা তানভীনের (ـٍ) পরে যদি ইদগামের ছয়টি হরফের যে কোন একটি হরফ আসে তাহলে সেখানে মিলিয়ে পড়ার নাম ইদগাম।

ইদগাম দুইভাগে বিভক্ত। যথা ঃ ১. ইদগামে বাগুন্না (اِدْغَامِ بَغُنَّ)
২. ইদগামে বেগুন্না (اِدْغَامِ بِغُنَّ)

ইদ্‌গামে বাগুন্না ঃ নূন সাকিন বা তানভীনের পরে যদি ইদগামের এই চারটি হরফের (ي ـ م ـ و ـ ن) যে কোন একটি হরফ আসে তাহলে সেখানে গুন্নার সহিত মিলায়ে পড়ার নাম ইদগামে বাগুন্না।

ইদ্‌গামে বাগুন্নার উদাহরণ

১. নূন সাকিন (نْ)-এর পরে ইদ্‌গামে বাগুন্নার চারটি হরফ (যথা ي ـ م ـ و ـ ن)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে	مَنْ يَّفْعَلُ ـ مِنْ مَّالٍ ـ مِنْ نَّفْعِهٖ ـ مِنْ وَّالٍ ـ
২. তানভীন (ـــً)-এর পরে ইদ্‌গামে বাগুন্নার চারটি হরফ (যথাঃ ى ـ م ـ و ـ ن)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে	قَوْمٌ يَّعْكُفُوْنَ ـ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ـ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ـ هُزُوًا وَّلَعِبًا ـ

ইদ্‌গামে বেগুন্না ঃ নূন সাকিনের (نْ) বা তানভীনের (ـً) পরে যদি ইদ্‌গামের এই দুটি হরফের যে কোন একটি আসে তাহলে সেখানে গুন্না ব্যতীত মিলিয়ে পড়ার নাম ইদগামে বেগুন্না।

ইদ্‌গামে বেগুন্নার উদাহরণ

১. নূন সাকিন (ن)-এর পরে ইদ্‌গামে বেগুন্নার দু'টি হরফ (যথা ঃ ل ـ ر)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে	مَنْ لَّا يُجِبْ ـ عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ
২. তানভীন (ـــً)-এর পরে ইদ্‌গামে বাগুন্নার দু'টি হরফ (যথাঃ ل ـ ر)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে	رِزْقًا لَّكُمْ ـ مَنْ رَّاقٍ

উল্লেখ্য যে, ইদ্‌গাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো ঃ দুটি শব্দের মাঝে মিলান। যদি একই শব্দের মধ্যে নূন সাকিন (نْ) পরে যদি ইদ্‌গামের হরফ যথা ي ـ و ـ م ـ ن আসে তাহলে সেখানে ইদগামের নিয়ম খাটবে না বা ইদগাম হবে না। যেমন ঃ صِنْوَانٌ ـ قِنْوَانٌ ـ بُنْيَانٌ ـ دُنْيَانٌ ـ

চতুর্থ সবক ঃ ইখ্‌ফা (اِخْفَاءٌ)-এর বিবরণ

ইখ্‌ফা (اِخْفَاءٌ) শব্দের অর্থ গোপন করা বা অস্পষ্ট করা। ইখ্‌ফার হরফ হলো ১৫টি। যথা ঃ

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

ইখ্‌ফার (اِخْفَاءٌ) নিয়ম ঃ যদি নুন সাকিন (نْ) বা তানভীনের (ـً) পরে ইখ্‌ফার ১৫টি হরফের যে কোন একটি হরফ আসে তাহলে ঐ নূন সাকিন (نْ) বা তানভীন (ـٍ)-কে অস্পষ্ট স্বরে গুন্না করে পড়ার নাম ইখ্‌ফা।

ইখ্‌ফার উদাহরণ

১. নূন সাকিন (نْ)-এর পরে ইখ্‌ফার পনেরটি হরফ (যথা ঃ ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ف ـ ق ـ ك)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে	لَنْ تَفْلُوْنَ ـ مِنْ ثَمَرَةٍ ـ مَنْ جَاءَ ـ مِنْ دُبُرٍ ـ مُنْذِرُوْنَ ـ كَنْزٌ ـ يَنْسِلُوْنَ ـ مَنْ شَكَرَ ـ مِنْ صِيَامٍ ـ لِمَنْ ضَلَّ ـ يَنْطِقُ ـ يَنْظُرُوْنَ ـ يُنْفِقُوْنَ ـ مِنْ قَبْلٍ ـ مِنْكُمْ
২. তানভীন (ـًـٍـٌ)-এর পরে ইখ্‌ফার পনেরটি হরফ (যথাঃ ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ف ـ ق ـ ك)-এর যে কোন একটি হরফ আসিলে	قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ قَوْلاً ثَقِيْلاً ـ صَعِيْدًا جُرُزًا ـ كَاسًا دِهَاقًا ـ ظِلٍّ ذِي ـ نَفْسًا زَكِيَّةً ـ قَوْلًا سَدِيْدًا ـ شَيْءٌ شَهِيْدٌ ـ قَوْمًا صَالِحِيْنَ ـ عَذَابًا ضِعْفًا ـ صَعِيْدًا طَيِّبًا ـ ظِلاً ظَلِيْلاً ـ قَوْمٌ فَاسِقُوْنَ ـ رِزْقًا قَالُوْا ـ بِدَمٍ كَذِبٍ ـ

তৃতীয় অধ্যায়

মীম সাকিনের (مْ) বিবরণ

মী---ম (م) হরফের উপর সাকিন (ـْ) হইলে তাকে মী---ম সাকিন (مْ) বলে। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করাকালীন অনেক সময় মী---ম (م) হরফের উপর সাকীন (ـْ) দেখা যায়। এ অবস্থায় অবশ্যই বিশেষ কিছু নিয়মে পড়তে হবে।

মী---ম (م) সাকিন পড়ার নিয়ম হলো ৩টি। যথা ঃ

১. মী---ম সাকিনে (مْ) ইখ্‌ফা (اِخْفَاءٌ)। ২. মী---ম সাকিনে (مْ) ইদ্‌গাম (اِدْغَامٌ)। ৩. মী---ম সাকিনে (مْ) اِظْهَارٌ ইযহার।

১। (مْ) মী---ম সাকিনে ইখ্‌ফার اِخْــفَـــاءٌ-এর বিবরণ ঃ মী---ম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফ আসিলে মী---ম গুন্নাহর সহিত পড়াকে (اِخْفَاءٌ) বলে। যেমন ঃ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ

২। (مْ) মী---ম সাকিনে ইদ্‌গাম (اِدْغَــامٌ) ঃ মী---ম সাকিনের পরে 'মী---ম' (م) হরফ আসিলে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীমটির সাথে মিলিয়ে গুন্নার সহিত পড়াকে اِدْغَامٌ বলে। যেমন ঃ عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

৩। (مْ) মী---ম সাকিনে ইয্‌হার (اِظْهَارٌ) ঃ মী---ম সাকিনের পরে 'বা' (ب) ও মী---ম (م) এই দুই হরফ ছাড়া অন্য বাকী ২৭টি হরফের যে কোন একটি আসিলে তখন স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে। যেমন ঃ وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

মাদ্দ (مَدْ)-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় বিভিন্ন স্থানে টেনে টেনে বা দীর্ঘ স্বরে পড়তে হয়। এই টেনে পড়া বা দীর্ঘ স্বরে পড়াকে মাদ্দ বলে। এই মাদ্দ সম্পর্কে সম্যক বা সঠিক জ্ঞান ও ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। মাদ্দ কোথাও দীর্ঘ আবার কোথাও হ্রাস করে পড়তে হয়। সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। তা না হলে অর্থে পরিবর্তন হয়ে গুনাহ হয়।

মাদ্দ (مَدْ) শব্দের অর্থ টানা বা দীর্ঘ করা। মাদ্দের হরফ হলো তিনটি। যথা ঃ ا – و – ى

মাদ্দের নিয়ম হলো এই তিনটি হরফের মধ্যে যখন আলিফ (ا) খালি, এর পূর্বের অক্ষরের উপর যখন যবর (ـَ) হবে। যেমন ঃ بَا - تَا ثَا

ইয়া (يْ) সাকিন, এর পূর্বের অক্ষরের নিচে যখন যের (ـِ) হবে। যেমন بِيْ - تِيْ - فِيْ এবং ওয়াও (وْ) সাকিন, এর পূর্বের হরফের উপরে যখন পেশ (ـُ) হবে। যথা ঃ جُوْ - فُوْ - قُوْ এ সমস্ত অবস্থায় এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

মাদ্দ প্রধানত ৭ (সাত) প্রকার। যথা ঃ ১. মাদ্দে আছলী বা ত্ববীয়ী। ২. মাদ্দে মুত্তাসীল। ৩. মাদ্দে মুনফাসিল। ৪. মাদ্দে আরজী। ৫. মাদ্দে লীন। ৬. মাদ্দে বদল ও ৭. মাদ্দে লাযিম।

১. মাদ্দে আছলি বা ত্ববীয়ী ঃ উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী মাদ্দের হরফের পরে সাকিন (ـْ) বা হাম্‌যা (ء) না আসিলে ইহাকে মাদ্দে ত্ববীয়ী বা আছলি বলে। যেমন ঃ نُوْرٌ - فِيْهَا - بَالَا - عَادَ

২. মাদ্দে মুত্তাসিল ঃ যদি মাদ্দের অক্ষরের পরে একই শব্দে হাম্‌যা (ء) আসে। মাদ্দ চার আলিফ দীর্ঘ স্বরে পড়তে হয়। এই মাদ্দের জন্য এ (ٓ) ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ سُوْٓءٍ - جَآءَ - جِيْٓئَ

৩. মাদ্দে মুনফাসিল ঃ প্রথম শব্দের শেষে মাদ্দের হরফ এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে হাম্‌যা (ءَ) আছলে। এ মাদ্দের জন্য~এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ইহা তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমনঃ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ

৪. মাদ্দে আরজী ঃ মাদ্দের হরফের পরে যদি আরজী সাকিন হয় অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ করার কারণে সাকিন হয়, এই মাদ্দ তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ تَعْلَمُوْنَ يَسْتَهْزِءُوْنَ

৫. মাদ্দে লীন ঃ ওয়াও (وْ) অথবা ইয়া (يْ) সাকিন এবং এর পূর্বে যদি যবর (ـَ) হয়, এই মাদ্দ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ بَيْتْ - خَوْفْ

৬. মাদ্দে বদল ঃ যদি মাদ্দের হরফের ডানের হরফ হামযা (ء) হয়, ইমাম হাফ্ছ-এর মতে এই মাদ্দ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ إِيْمَانًا - أُوْتِيَ

৭. মাদ্দে লাযিম ঃ মাদ্দের হরফের পরে যদি আছলি সাকিন হয়, তাকে মাদ্দে মাযিম বলে। এই মাদ্দ চার প্রকার। যথা ঃ (ক) মাদ্দে লাযিম কলমী মুছাক্কাল, (খ) মাদ্দে লাযিম হরফি মুছাক্কাল, (গ) মাদ্দে লাযিম কলমী মুখাফ্ফাফ, (ঘ) মাদ্দে লাযিম হরফি মুখাফ্ফাফ।

(ক) মাদ্দে লাযিম কলমী মুছাক্কাল ঃ যদি এক লফযের (শব্দের) মধ্যে মাদ্দ-এর অক্ষরের পরে তাশদীদ যুক্ত সাকিন অক্ষর হয় তখন ইহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী (শব্দ) মুছাক্কাল (مُثَقَّلٌ) বলে। যেমন ঃ حَآجَّكَ - دَآبَّةٍ - وَلَا الضَّآلِّيْنَ - تَامُرُوْٓنِّيْ

(খ) মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল ঃ যদি কোন কালেমা (শব্দ) না হইয়া শুধু অক্ষরের (حرف) মধ্যে মাদ্দ-এর অক্ষরের পরে তাশ্দীদ (ــّ) যুক্ত সাকিন অক্ষর হয় তখন এই মাদ্দকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল বলে। যেমন ঃ الٓرٰ - الٓمّٓ - طٰسٓمّٓ

(গ) মাদ্দে লাযিম কলমী মুখাফ্ফাফ ঃ যদি কোন কালেমা বা শব্দের মধ্যে মাদ্দ-এর হরফের পরে জযম যুক্ত সাকিন হয় তখন এই মাদ্দকে মাদ্দে লাযিম কলমী মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন ঃ آلْئٰنَ

(ঘ) মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ ঃ যদি কালেমা বা শব্দ না হইয়া শুধু অক্ষরের মধ্যে মাদ্দের অক্ষরের পরে সাকিন অক্ষর হয় তখন এই মাদ্দকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ বলে। ইহা তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ قٓ مٓ نٓ صٓ لٓ كٓ

মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল ও মুখাফ্ফাফ-এর জন্য আটটি অক্ষর বা হরফ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ل ص - ق - ن - ل - س - ع - م - এর সমষ্টি كَمْ عَسَلٍ نَقَصَ

ইহাদের প্রত্যেকটি হরফ তিনটি অক্ষর দ্বারা উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ ك (কাফ) উচ্চারণ করিতে হইলে কাফ, আলিফ, ফা এই তিনটি অক্ষরের দরকার। তন্মধ্যে মাঝের ا (আলিফ) অক্ষরটি মাদ্দ-এর অক্ষর ও শেষের ফা অক্ষরটি জযম যুক্ত তাই নিয়ম অনুসারে ك (কাফ) হরফের ا (আলিফ)-এর মধ্যে হরফে মাদ্দে লাযিম হরফি মুখাফ্ফাফ হয়েছে। তিনটি অক্ষর দ্বারা উচ্চারিত হরফ ছাড়া যে সমস্ত হরফ আলিফের সহিত আসে ঐগুলিকে মাদ্দে তবীয়ীর মধ্যে গণ্য করা হইবে। যেমন ঃ طٰهٰ - يٰ - رٰ - حٰ

(ক) মাদ্দের উদাহরণ মশ্‌ক

১. মাদ্দে আছলি বা ত্ববীয়ী, এক আলিফ টান	اَللّٰهُ - نُوْحِيْهَا - قَالَ
২. মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব, চার আলিফ টান	شَآءَ - جِيْٓئَ - سُوْٓءِ - اُوْلٰٓئِكَ
৩. মাদ্দে মুনফাসিল, তিন আলিফ টান	قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ - فِيْٓ اٰذَانِهِمْ - وَمَآ اُنْزِلَ
৪. মাদ্দে আরজী, তিন আলিফ টান	حِسَابٌ - خَبِيْرٌ - تَعْلَمُوْنَ
৫. মাদ্দে লীন, তিন আলিফ টানা জায়েয	بَيْتٌ - خَوْفٌ - سَيْرٌ
৬. মাদ্দে বদল, এক আলিফ টান	اٰمَنُوْا - اِيْمَانًا - اُوْتِيْ
৭. মাদ্দে লাযিম কলমী মুছাক্কাল, তিন আলিফ টান	دَآبَّةٌ - وَلَا الضَّآلِّيْنَ
৮. মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল, তিন আলিফ টান	الٓمٓ - طٰسٓمٓ
৯. মাদ্দে লাযিম কলমী মুখাফ্‌ফাফ, তিন আলিফ টান	آلْئٰنَ - عٓسٓقٓ
১০. মাদ্দে লাযিম হরফি মুখাফ্‌ফাফ, তিন আলিফ টান	كٓ مٓ نٓ صٓ لٓ

(খ) হরফে মুক্বাত্ত্বায়াত-এর বিবরণ ও উদাহরণ ঃ পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত কতগুলো বিচ্ছিন্ন হরফকে হরফে মুক্বাত্ত্বাত বলে।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে ১৪টি হরফ দ্বারা হরফে মুক্বাত্ত্বায়াত ব্যবহৃত হয়েছে যেমন– ص - ل - ه - ك - ع - ط - ق - ن - م - ا - ر - ى - ح - س এগুলোর সমষ্টি হলো– صلة شعيرا من قطعك ১৯টি সূরার প্রথমে মুক্বাত্ত্বায়াত এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ الٓمٓ - الٓرٰ - طٰهٰ - طٰسٓ - كٓهٰيٰعٓصٓ - حٰمٓ - عٓسٓقٓ - يٰسٓ - صٓ - حٰمٓ - قٓ - نٓ - طٰسٓمٓ - الٓمٓرٰ - الٓمٓصٓ এর মধ্যে ৭টি সূরার প্রথমে حم ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) ওয়াক্‌ফের বিবরণ

পবিত্র কুরআন শরিফ তিলাওয়াতকালে কোথাও ওয়াক্‌ফ করে পড়তে হবে আবার কোথাও ওয়াক্‌ফ করা যাবে না। এজন্য বিভিন্ন প্রকারের চিহ্ন (বিরাম চিহ্ন) বা সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। সে সব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা সকলেরই প্রয়োজন। সেই চিহ্নগুলো সম্পর্কে নিম্নে ধারণা দেওয়া হচ্ছে।

ওয়াক্‌ফের উদাহরণ

ক্রমিক নং	চিহ্নসমূহ	চিহ্নসমূহের নাম	ওয়াক্‌ফ, করা/না করার বিবরণ
১	(০ --)	ওয়াক্‌ফে তাম	আয়াত শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে ছাড়/থামা উভয় অবস্থায় পড়া যায়।
২	(م) মী---ম	ওয়াকফে লাযিম	এখানে ওয়াক্‌ফ বা থামিতে হইবে নচেৎ অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৩	(ط)ত্ব-	ওয়াক্‌ফে মত্‌লক	এখানে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।
৪	(ج) জী---ম	ওয়াক্‌ফে জায়েয	ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয় জায়েয, তবে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।
৫	(ز) ঝা-	ওয়াক্‌ফে মুজাওয়াজ	ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয় জায়েয, তবে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।
৬	(ص) ছয়া---দ	ওয়াক্‌ফে মুরাখ্‌খাছ	ওয়াক্‌ফ না করা উত্তম।
৭	(قف) ক্বায়াফ্‌ফা	ওয়াক্‌ফে আমর	অবশ্যই ওয়াক্‌ফ করতে হবে।
৮	(ق) কা---ফ	ওয়াক্‌ফে ক্বীল আলাইহি	ওয়াক্‌ফ না করা ভাল
৯	(لا) লা	লা ওয়াক্‌ফ আলাইহি	ওয়াক্‌ফ করা যাবে না। অনেক সময় করাও যাবে।
১০	(صلى) ছল্লা	ওয়াক্‌ফ ওয়াছলে আওলা	মিলিয়ে পড়া ভাল।
১১	(سكته) সাক্‌তা	ওয়াক্‌ফে সাক্‌তা	শ্বাস চালু রেখে আওয়াজ কেটে দেওয়া।
১২	(وقف) ওয়াক্‌ফা	ওয়াক্‌ফা	ওয়াক্‌ফ করা যায়।
১৩	(معانقة)	মা-আনাকা	এই চিহ্নগুলো শব্দের উভয়দিকে থাকলে তখন যে কোন একদিকে থামতে হবে। অন্য দিকে মিলিয়ে পড়তে হবে।
১৪	(وقف نبي صلے)	ওয়াক্‌ফে নবী (সা)	এখানে থামা উত্তম।
১৫	وقف غفران	ওয়াক্‌ফে গুফরান	থামলে গুনা মাফ হয়।
১৬	وقف جبرائيل	ওয়াক্‌ফে জিবরাঈল	থামলে বরকত হয়।
১৭	(ربع)	রুবূ	পারার এক-চতুর্থাংশ।
১৮	(نصف)	নিসফ	পারার অর্ধেক।
১৯	(ثلث)	ছুলুছ	পারার এক-তৃতীয়াংশ।

বিঃ দ্রঃ পবিত্র কুরআনে ৭ মঞ্জিল আছে, অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা) শুক্রবারে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে বৃহস্পতিবার শেষ করতে তিনি ১ দিনে যতটুকু পড়তেন সেটাকে এক মঞ্জিল বলে।

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১। তাজবীদ কাকে বলে ?

প্রশ্ন ২। হায়জমীর কাকে বলে ? ইহা পড়ার নিয়ম কি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৩। রা হরফ পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৪। আল্লাহ্‌র লাম পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৫। আলিফে জায়িদা কাকে বলে এবং ইহা পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৬। ক্বল্‌-ক্বলা কাকে বলে ? এর হরফ কতটি এবং ইহা পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৭। নূন-সাকিন ও তানভীন কাকে বলে ? ইহা পড়ার নিয়ম কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৮। ইযহার, ক্বল্‌ব, ইদ্‌গাম ও ইখ্‌ফা কাকে বলে ? ইহাদের কোন্‌টির হরফ কতটি প্রত্যেকটি বিস্তারিত উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ৯। মাদ্দ কাকে বলে ? মাদ্দের হরফ কয়টি ও কি কি ? উহা কত প্রকার ও কি কি আলোচনা কর।

প্রশ্ন ১০। যে কোন পাঁচ প্রকারের মাদ্দ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন ১১। হরফে মুক্বাত্ত্বায়াত কাকে বলে ? এর কয়টি হরফ ?

প্রশ্ন ১২। ওয়াক্‌ফের চিহ্নগুলো বিবরণসহ লিখ ও বল।

তৃতীয় খণ্ড ঃ সূরা পাঠ

এখানে বানান সহকারে হেজে, মতন ও মশ্‌ক করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হলো। যে কেউ এ খণ্ড পর্যন্ত সমাপ্ত করবে সে যথারীতি পবিত্র কুরআন সহীহ-শুদ্ধ করে পড়তে পারবে।

প্রথম সবক

এ অধ্যায়ে সূরা ফাতিহা এক আয়াত বানান সহকারে শিক্ষা দেয়া হলো। প্রথমে বানান বা হেজে করে পড়বে। এরপর মতন ও মশ্‌ক করবে। যেমন ঃ اَلْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَلْ হামযাহ + লাম + যবর = আল্

حَمْ হা + মীম + যবর = হাম্ (এখানে ইযহার বা স্পষ্ট করে পড়বে)।

اَلْحَمْدُ আলহামদু + দাল + পেশ + দু = আলহামদু

اَلْحَمْدُ - اَلْحَمْدُ কয়েকবার পড়বে।

لِلْ লাম + লাম + যের = লিল

لٰ লাম + খাড়া যবর = লা, (মাদ্দে আছলি এক আলিফ টানতে হবে) = লিল্লা

ه হা + যের = হি (لِلّٰهِ) লিল্লাহি

لِلّٰهِ - لِلّٰهِ - لِلّٰهِ - কয়েকবার পড়বে।

رَبِّ - রা + বা + যবর = রব (رَبْ) বা + লাম + যের = বিল, بِلْ = রাব্বিল, - رَبِّلْ কয়েকবার পড়বে।

عٰ আইন + খাড়া যবর + আ (মাদ্দে আছলি এক আলিফ টান)

لَ লা + যবর = লা, আলা عٰلَ

مِيْ মীম + ইয়া + যের = মী, مِيْ (মাদ্দে আছলি এক আলিফ টান)

نَ নূন + যবর = না (এখানে ওয়াক্‌ফ করলে এক আলিফ টান)

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ রাব্বিল আলামীনা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা।

এভাবে হেজে বা বানান ও মতন বা রিডিং সহকারে মশ্‌ক করে মুখস্থ করে পড়তে হবে সূরা ফিল পর্যন্ত এই দশটি সূরা।

سورة الفاتحة مكية وهي سبع آيات
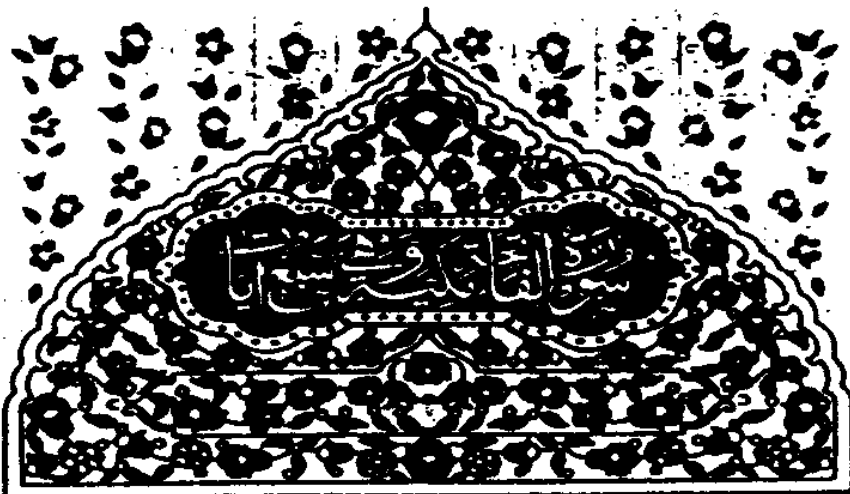
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

আয়াত ৬ রুকূ' ১ | সূরাতুন্নাসি মাক্কিয়্যাহ | سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ

صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥ ع

আয়াত ৫ রুকূ' ১ | সূরাতুল ফালাক্বি মাক্কিয়্যাহ | سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤ ع

আয়াত ৪ রুকূ' ১ | সূরাতুল ইখলাছি মাক্কিয়্যাহ | سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ

يُوْلَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④ ع

আয়াত ৫ রুকূ' ১ | সূরাতুল্লাহাবি মাক্কিয়্যাহ | سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ① مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا

كَسَبَ ② سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ ④ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

আয়াত ৩ রুকূ' ১ সূরাতুন্নাছরি মাদানিয়্যাহ سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ

اللّٰهِ اَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

আয়াত ৬ রুকূ' ১ সূরাতুল কাফিরূন মাক্কিয়্যাহ سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ① لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ②

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ③ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④ وَ

لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑥

আয়াত ৩ রুকূ' ১ সূরাতুল কাউছারি মাক্কিয়্যাহ سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

আয়াত ৭ রুকূ' ১ সূরাতুল মাঊ'নি মাক্কিয়্যাহ سُورَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ① فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ② وَ

لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

আয়াত ৪ রুকূ' ১ — সূরাতু কুরাইশিন মাক্কিয়্যাহ — سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

আয়াত ৫ রুকূ' ১ — সূরাতুল ফীলি মাক্কিয়্যাহ — سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/ ৮০৬৪(উ)— ৫,২৫০